কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা

শাইখ মুহাম্মদ আস-সালেহ আল-ওসাইমীন

কুরআন–সুন্নাহর আলোকে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামায়াতের আক্বীদা

عقيدة
اهل السنة و الجماعة

الشيخ محمد الصالح العثيمين

কুরআন–সুন্নাহর আলোকে

আহলে সুন্নাত ওয়াল–জামায়াতের আক্বীদা

শাইখ মুহাম্মদ আস্ সালেহ আল–ওসাইমীন

অনুবাদ ঃ এ, কে, এম, আবদুর রশীদ

সম্পাদনা ঃ এ, বি, এম, আবদুল খালেক মজুমদার

প্রকাশক

দারুল আরাবিয়া বাংলাদেশ

৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড

বড়মগবাজার, ঢাকা

বাংলাদেশ।

প্রকাশ কাল

শাওয়াল – ১৪১৩ হিঃ

এপ্রিল – ১৯৯৩ ইং

মুদ্রণে

আল–ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার

ঢাকা– ১২১৭১ ফোন ঃ ৪০৯২৭১

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

পেশ কালাম

আল্লামা সেখ মুহাম্মদ আল–ছালেহ্ আল–ওসায়মীন বর্তমান সৌদী আরবের খ্যাতনামা আলেমদের অন্যতম। তিনি এক দিকে যেমন ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বেশ কিছু কিতাব লিখেছেন, তেমনি তাঁর নিজস্ব শহর উনায়যার জামে মসজিদকে কেন্দ্র করে দরস–তাদরীসের সেল্‌-সেলা জারি রেখেছেন। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য সৌদী আরবসহ বিভিন্ন আরবদেশের ইল্‌ম পিপাসুরা তাঁর দরসে শরীক হয়ে ইলমী পিপাসা নিবারণ করছেন। আল্লামা সেখ উসায়মিনের ইলম ও তাকওয়ার শোহরত শুনে আমি নিজে তাঁর সাক্ষাতের জন্য ১৯৯০ সনে আল–কাসিম প্রদেশে অবস্থিত তাঁর নিজ শহর উনায়যায় গিয়ে হাজির হই। জামে মসজিদে অবস্থিত তাঁর মাদ্রাসায়ই তাঁর প্রাইভেট কক্ষে আমি তাঁর সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করি। আরব জাহানের ইলমী মহলে সর্বত্রই তিনি সুপরিচিত।

আকীদা দ্বীন ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়। ছহী আমলের জন্য ছহী আক্বীদা অপরিহার্য, আক্বীদা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয় হওয়ার কারণে এর উপরে খুব কম কিতাবই লেখা হয়েছে। দ্বীন ইসলামে আকীদার গুরুত্ব সর্বাগ্রে। যে বিশ্বাসকে অবলম্বন করে মানুষ মুমেন বা কাফের হয় তার সম্পর্ক আক্বীদার সাথে। আল্লামা সেখ উসায়মীনের "عقيدة اهل السنة و الجماعة" নামক আকীদার উপরে লিখিত এই গুরুত্বপূর্ণ বই খানা রিয়াদস্থ ইমাম মুহাম্মদ বিন সৌদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মূল আরবী

ভাষায় প্রকাশ করে। দারুল আরাবীয়া বাংলাদেশ জামেয়া মুহাম্মদ বিন সৌদের সহযোগিতায় বইখানা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করতে পেরে জামেয়ার কাছে কৃতজ্ঞ। আশা করি বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ভাই-বোনেরা আক্বীদা সম্পর্কীয় এই বইখানা পাঠে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

মহান আল্লাহ্ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ
চেয়ারম্যান
দারুল আরবীয়া বাংলাদেশ

১৭-১০-১২৪১৩ হিঃ
তাং ১১-৪-৯৩ ইং

ভূমিকা

সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামীনের জন্য। শুভ পরিণতি মুত্তাকীদের জন্য। আর শাস্তি হচ্ছে যালিমদের জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সুস্পষ্ট মালিকে হক [প্রকৃত অধিপতি] আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ এবং তাঁরই রসূল। তিনি সর্বশেষ নবী। মুত্তাকী [আল্লাহ ভীরু] লোকদের ইমাম [নেতা]। আল্লাহ অনুগ্রহ করুন তাঁর প্রতি। তাঁর বংশের প্রতি। তাঁর সাহাবীগণের প্রতি এবং নিষ্ঠার সাথে যারা কেয়ামত পর্যন্ত তাঁদের অনুসরণ করে যাবেন তাদের প্রতি।

আল্লাহ তাআলা তাঁরই রসূল মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে হিদায়াত ও দ্বীনে হক সহ পাঠিয়েছেন। তাঁকে পাঠিয়েছেন গোটা বিশ্ব জাহানের রহমত ও শান্তির দূত হিসেবে। আমলকারীদের মহান আদর্শ হিসেবে এবং সকল বান্দাহর জন্য প্রমাণ স্থাপনকারী হিসেবে।

আল্লাহ তাআলা রসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এবং তাঁর উপর যে কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে এমন সব বিষয় বর্ণনা করে দিয়েছেন যাতে নিহিত রয়েছে বান্দাহর অপরিসীম কল্যাণ। রয়েছে সহীহ আকীদা, নির্ভেজাল কর্ম, উন্নত চরিত্র এবং মহৎ শিষ্টাচার তথা দ্বীন ও দুনিয়ার

সর্ববিষয়ে দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতা লাভের অমূল্য পাথেয়। তাই রসূলে কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর উম্মতকে এমন এক স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন আদর্শের উপর রেখে গেছেন যা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। যার জীবনে ধ্বংস অনিবার্য সে ছাড়া এ পথ থেকে অন্য কেউ বিচ্যুত হতে পারেনা

সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীন এর মত সৃষ্টির উত্তম ব্যক্তিগণই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দেয়ার মাধ্যমে উক্ত পথ অবলম্বন করেছেন। তাঁরা এবং তাঁদেরকে যারা নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করেছেন। তাঁরা তাঁর শরীয়তকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আকীদা, ইবাদত, চরিত্র ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁর সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরেছেন। এর ফলে তাঁরা এমন দলে পরিগণিত হয়েছেন যারা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। কোন অপমানকারীর অপমান কিংবা কোন বিরোধীতাকারী তাদের ক্ষতি করতে পারেনা। এভাবে তাঁরা সত্যের পথে অবিচল থাকেন যতক্ষণ না আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত নির্দেশ আসে।

আল্লাহ তাআলার অপরসীম প্রশংসা এ জন্য যে, আমরা তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি। তাঁদের কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত সীরাতের মাধ্যমে আমরা সঠিক পথ-নির্দেশনা লাভ করছি। আল্লাহর অপরিসীম নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপনের লক্ষ্যে এবং প্রতিটি মুমিনের জন্য যে পথ অবলম্বন করা অপরিহার্য তা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যেই আমাদের এ নিবেদন।

আমরা মহান আল্লাহ তাআলার কাছে এ প্রার্থনাই করছি, তিনি যেন আমাদেরকে এবং আমাদের মুসলমান ভাইদেরকে প্রতিষ্ঠিত

করার মাধ্যমে দুনিয়া এবং আখেরাতের জিন্দিগীতে দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতা দান করেন। আমাদেরকে যেন তাঁর অবারিত রহমত দান করেন। মুলতঃ তিনিই হচ্ছেন অবারিত রহমত দানকারী।

বিষয়টির গুরুত্ব এবং মানুষের মধ্যে এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত-পার্থক্যের কারণে সংক্ষেপে আমাদের আক্বীদা তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদার উপর দু'কলম লিখতে মনস্থ করেছি। আমাদের আক্বীদা হচ্ছে ঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর ফিরিস্তা, আসমানী কিতাব, নবী-রসূল, আখেরাত এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনা।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে এ প্রার্থনাই করছি তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য গ্রহণ করেন। আর মানুষের জন্য যেন করেন কল্যাণকর এবং উপকারী।

মুহাম্মাদ আস্‌সালেহ আল-ওসাইমীন

অনুবাদকের কথা

ইসলামই হচ্ছে মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সুখ-শান্তি এবং সমৃদ্ধির একমাত্র অবলম্বন। তাই ইসলাম মানুষের ঈমান, আক্বীদা, ইবাদত এবং আমলের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট, সুন্দর ও নির্ভুল দিকনির্দেশনা দিয়েছে। চিন্তা ও আদর্শের ক্ষেত্রে দিয়েছে লক্ষ্যভেদী সুষ্ঠু সমাধান। যার ফলে সত্য-সন্ধানীদের জন্য উদিত হয়েছে নতুন সূর্য। দূরীভূত হয়েছে গোমরাহীর ঘোর অমানিসা। আর নিরসন হয়েছে জীবন দর্শনের ক্ষেত্রে সকল সংশয়ের।

ঈমান ও আক্বীদা হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী যে কোন মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের আমল, আখলাক, আচার-আচরণ তথা জীবনের সকল কর্মকান্ডের উপর ঈমান-আক্বীদার রয়েছে বিরাট প্রভাব। তাই তার সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও আন্তরিকতা নিয়ন্ত্রিত হয় মুলতঃ ঈমান ও আক্বীদার দ্বারা। একজন মুমিন ব্যক্তির জন্য আক্বীদার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তার আক্বীদা দিবালোকের মত স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও নির্ভুল থাকা অপরিহার্য। কারণ শিরক মিশ্রিত আক্বীদা একজন মুমিনের যাবতীয় আমলকে সন্তর্পনে ধ্বংস করে দেয়। একজন মানুষ মুমিন অথবা কাফের হিসেবে বিবেচিত হওয়ার একমাত্র মানদন্ড হচ্ছে তার আক্বীদা।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তথা ইসলামের দৃষ্টিতে সহীহ আক্বীদার উপর বাংলা ভাষায় বই-পুস্তকের সংখ্যা খুবই কম।

ইসলামের এ মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাংলা ভাষায় এ বইটির আত্মপ্রকাশ খুবই সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

কুরআন ও সুন্নাহই হচ্ছে আক্বীদা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে সর্ব প্রধান অবলম্বন। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মৌলিক আক্বীদা কি এবং কি হওয়া উচিৎ তাই বর্ণিত হয়েছে এ বইটিতে। সহীহ আক্বীদার উপর কুরআন-সুন্নাহ সমৃদ্ধ এ বইটি দ্বারা বাংলা ভাষাভাষী পাঠককুল উপকৃত হলেই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস স্বার্থক হবে।

আক্বীদা যেমন মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ঠিক তেমনিভাবে জটিল বিষয় ও বটে। তাই অনুবাদের ক্ষেত্রে আক্বীদার পরিভাষা স্থান বিশেষে অপরিবর্তীত রাখা হলেও বিষয়টিকে সহজবোধ্য করার জন্য সাথে সাথে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

পরিশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে এ প্রার্থনাই করি, তিনি যেন, আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেন। ইসলামের বিরুদ্ধে পর্বতসম বাধা-বিপত্তি এবং কঠিন ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় আমাদেরকে অটল, অবিচল ও দৃঢ় থাকার শক্তি দান করেন। আর ইসলামের সহীহ ও পবিত্র আক্বীদার পথকে আমাদের জন্য কুসুমাস্তীর্ন করে দেন। তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে মঞ্জুর করেন। আমীন।।

এ, কে, এম, আবদুর রশীদ

তাং ১১-৪-৯৩ ইং

১৭-১০-১৪১৩ হিঃ

সূচীপত্র

অধ্যায়

অধ্যায়

অধ্যায়

অধ্যায়

অধ্যায়

আমাদের আক্বীদা

আল্লাহর প্রতি ঈমান

আমাদের আক্বীদা হচ্ছে ঃ আল্লাহ তাআলা, তাঁর সকল ফিরিস্তা, আসমানী কিতাব, নবী–রাসূল, পরকাল, তাকদীর এবং তাকদীরের ভাল–মন্দের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

আল্লাহর রুবুবিয়্যাত

আমরা আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়্যাতকে বিশ্বাস করি। এর অর্থ হচ্ছে, তিনিই হচ্ছেন রব; খালিকা [সৃষ্টিকর্তা], বাদশাহ, সকল কাজেরই মহা নিয়ন্ত্রক।

আল্লাহর উলুহিয়্যাত

আমরা আল্লাহ তাআলার উলুহিয়্যাতকে বিশ্বাস করি। যার অর্থ হচ্ছে, তিনিই হচ্ছেন সত্য ইলাহ। তিনি ব্যতীত সব মা'বুদই বাতিল ও অসত্য।

আল্লাহর নাম ও সিফাত

আমরা আল্লাহ তাআলার সব পবিত্র নাম ও সিফাত বিশ্বাস করি। অর্থাৎ তাঁর বহু পবিত্র নাম ও উন্নত সিফাতে কামেলা অর্থাৎ পরিপূর্ণ গুণাবলী রয়েছে।

আল্লাহর ওয়াহদানিয়্যাত

আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ তাআলার ওয়াহদানিয়্যাত বা একত্ববাদকে। এর অর্থ হচ্ছে তাঁর রুবুবিয়্যাত, উলূহিয়্যাত এবং যত পবিত্র নাম ও সিফাত রয়েছে তাতে কোন শরীক বা অংশীদারনেই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ

رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (مريم : ٦٥)

[আল্লাহ] "আসমান ও যমীন এবং এ দু'টির মাঝখানে যা আছে সব কিছুরই তিনি রব। অতএব তুমি তাঁরই ইবাদত করো এবং ইবাদতের পথে ধৈর্যের মাধ্যমে অবিচল থাকো। তাঁর সমতুল্য কোন সত্তার কথা তুমি জান কি?" (মরিয়ম ঃ ৬৫)

আল্লাহর জ্ঞান, সাম্রাজ্য ও ক্ষমতা

আমরা বিশ্বাস করি যে,

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَافِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلاَ يَؤُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ. (البقرة : ٢٥٥)

"আল্লাহ সেই চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তা, যিনি সমস্ত বিশ্বচরাচরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি নিদ্রাও যান না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন। এমন কে আছে যে তাঁর দরবারে তাঁরই অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করতে পারে? সামনে-পিছনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। তাঁর জানা বিষয় সমূহের কোন জিনিসই তাদের জ্ঞানসীমার আয়ত্বাধীন হতে পারে না। অবশ্য কোন বিষয়ের জ্ঞান যদি তিনি নিজেই কাউকে জানাতে চান (তবে তা অন্য কথা)। তাঁর সিংহাসন সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীকে ঘিরে আছে। আসমান ও যমীনের রক্ষণা-বেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত করে দিতে পারে না। বস্তুতঃ তিনিই হচ্ছেন এক মহান শ্রেষ্ঠতম সত্তা।" (বাকারাহ ঃ ২৫৫)

আমরা বিশ্বাস করি

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ، هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ، هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ

الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (الحشر : ٢٢-٢٤).

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তিনি জানেন। তিনিই রহমান ও রহীম। তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি বাদশাহ। অতীব মহান ও পবিত্র। শান্তির ধারক। নিরাপত্তার আঁধার। রক্ষণা-বেক্ষণকারী। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজয়ী, মহাশক্তিধর এবং নিজ বড়ত্ব গ্রহণকারী। লোকেরা যেসব শিরক করছে, তা থেকে আল্লাহ সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনিই আল্লাহ যিনি সৃষ্টিকর্তা, পরিকল্পনাকারী, আকার আকৃতি রচনাকারী। তাঁর অনেক সুন্দর-সুন্দর নাম রয়েছে। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব কিছুই তাঁর প্রশংসা করে। তিনি অতীব পরাক্রমশালী ও মহা বিজ্ঞানময়।"

(হাশর ঃ ২২-২৪)

আমরা বিশ্বাস করি যে, আসমান ও যমীনের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর।

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. (الشورى : ٤٩-٥٠) .

"তিনি যাই চান, সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা-সন্তান দান করেন, যাকে চান পুত্র-সন্তান দান করেন। আবার যাকে চান

পুত্র–কন্যা উভয় রকমের সন্তানই দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সব কিছুই জানেন এবং সব বিষয়েই ক্ষমতাবান।" (শূরা ঃ ৪৯–৫০)

আমরা বিশ্বাস করি যে,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. (الشورى : ١١-١٢).

বিশ্বলোকের কোন জিনিসই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব কিছুই শুনেন ও দেখেন। আকাশ মন্ডল ও যমীনের সকল ধনভান্ডারের চাবি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। যাকে তিনি চান প্রচুর রিজিক দান করেন, আর যাকে চান পরিমিত দান করেন তিনি সব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।" (শূরা ঃ ১১–১২)

আল্লাহ রিযিক দাতা

আমরা আরো বিশ্বাস করি যে,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ . (هود: ٦).

যমীনে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই, যার রিজিকের ব্যবস্থা আল্লাহর উপর নয় এবং যার স্থায়ী অস্থায়ী অবস্থান

সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। এসব কিছুই এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (হুদ ঃ ৬)

আল্লাহ আলিমুল গায়েব

আমরা বিশ্বাস করি যে,

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ .

(الأنعام : ٥٩).

"গায়েবের সব চাবিকাঠি তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। স্থল ও জল ভাগে যা কিছু আছে তার সবই তিনি জানেন। বৃক্ষচ্যুত একটি পাতাও এমন নেই যার সম্পর্কে আল্লাহ জানেন না। যমীনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্দার অন্তরালে একটি দানাও এমন নেই যে সম্পর্কে তিনি জানেন না। আর্দ্র ও শুষ্ক প্রতিটি জিনিস এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।"

(আন আম ঃ ৫৯)

আমরা বিশ্বাস করি যে,

عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ . (لقمان:٣٤)

"কেয়ামতের সময়ের জ্ঞান আল্লাহরই কাছে রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই জানেন মায়ের গর্ভে কি লালিত হচ্ছে। কেউ জানে না আগামী কাল সে কি কামাই করবে। না কেউ জানে তার মৃত্যু হবে কোন যমীনে। আল্লাহই সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়েই তিনি ওয়াকিফহাল।" (লোকমান ঃ ৩৪)

আল্লাহ কথা বলেন

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলা কথা বলেন যা বলতে চান, যখন চান এবং যেভাবে চান।

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا (النساء : ١٦٤).

"আল্লাহ মূসার সাথে কথা বলেছেন, যেভাবে কথা বলা হয়ে থাকে।" (নিসা ঃ ১৬৪)

وَلَمَّا جَاءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ (الاعراف : ١٤٣)

"যখন মূসা আমার নির্দিষ্ট সময়ে এসে পৌছলো এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন"। (আরাফ ঃ ১৪৩)

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا . (مريم : ٥٢).

আমি মূসাকে তুর [পাহাড়] এর ডান দিক থেকে ডাকলাম এবং গোপন কথা বার্তার দ্বারা তাকে নৈকট্য দান করলাম। (মরিয়মঃ ৫২)

আমরা একথা বিশ্বাস করি যে,

لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّيْ (الكهف : ١٠٩)

সমুদ্রগুলো যদি আমার রবের কথাসমূহ লেখার জন্য কালি হয়ে যেতো তাহলে আমার রবের কথা শেষ হওয়ার আগেই কালি শেষ হয়ে যেতো। (কাহাফ ঃ ১০৯)

وَلَوْ أَنَّمَا فِيْ الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ. (لقمان : ٢٧).

"যমীনে যত গাছ আছে, তা সবই যদি কলম হয়ে যেতো, আর সমুদ্র [দোয়াত হতো], আরো সাতটি সমুদ্র একে কালি সরবরাহ করতো, তাহলেও আল্লাহর কথাগুলো [লিখা] শেষ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী এবং মহাবিজ্ঞানময়।"

(লোকমান ঃ ২৭)

আমরা বিশ্বাস করি যে, সিদ্ধান্ত ও কোন খবর দানের ব্যাপারে আল্লাহর কালামই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী সত্য ও সঠিক এবং পূর্ণতার দাবীদার। হুকুম আহকামের ক্ষেত্রে তা সবচেয়ে বেশী ন্যায়ভিত্তিক ও ইনসাফপূর্ণ। বর্ণনার দিক থেকে তা সবচেয়ে বেশী সুন্দর। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً. (الأنعام : ١١٥) :

তোমরা রবের কথা সত্যতা ও ইনসাফের দিক থেকে পূর্ণতা লাভ করেছে। (আন আম ঃ ১১৫)

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا . (النساء : ٨٧).

বস্তুতঃ আল্লাহর কথা অপেক্ষা অধিক সত্য কথা আর কার হতে পারে? (নিসা ঃ ৮৭)

কুরআন আল্লাহর কালাম

আমরা বিশ্বাস করি যে, কুরআনে কারীম হচ্ছে আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালাম। এর মাধ্যমে তিনি হক কথা বলেছেন এবং জিবরাইল [আলাইহিস সালামে]র কাছে তা অর্পণ করেছেন। এরপর জিবরাইল [আলাইহিস সালাম] সেই অর্পিত কথাগুলো নাযিল করেছেন রসূলে কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এরঅন্তরে।

قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ . (النحل : ١٠٢) ،

"হে মুহাম্মদ! এদেরকে 'বলো এ কুরআনকে 'রুহুল কুদুস' [পবিত্র আত্মা অর্থাৎ জিবরাইল] ঠিক ঠিক ভাবে তোমার রবের কাছ থেকে ক্রমাগতভাবে নাযিল করেছেন।" (নহল ঃ ১০২)

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ ، عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ

(الشعراء : ١٩٢-١٩٥).

"এটা [কুরআন] আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বাণী। এটা নিয়ে আমানতদার "রুহ" তোমার দিলে

অবতরণ করেছে। যেন তুমি সাবধানকারী [নবী] গণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারো।” (শূআরা ঃ ১৯২–১৯৫)

আল্লাহ মহিয়ান ও গরিয়ান

আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় “যাত ও সিফাত” [আত্ম সত্তা ও গুণাবলী] দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির উপরে মহিয়ান ও গরিয়ান।

এব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ . (البقرة : ٢٥٥) :

“বস্তুতঃ তিনিই মহান এবং শ্রেষ্ঠতম সত্তা।” (বাকারা ঃ ২৫৫)

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ (الأنعام : ١٨).

“তিনি তাঁর বান্দাহদের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তিনি জ্ঞানী এবং সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।” (আনআম ঃ ১৮)

সব কিছুই আল্লাহর সৃষ্টি

আমরা বিশ্বাস করি যে,

خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ . (يونس : ٣)

"তিনি আসমান ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সিংহাসনে আসীন হয়েছেন এবং বিশ্বলোকের পরিচালনা করছেন।" (ইউনুছ ঃ ৩) আল্লাহ তাআলার সিংহাসনে আসীন হওয়ার অর্থ হচ্ছে তাঁর আত্ম সত্তা স্বীয় আজমত ও জালালতের [বিরাটত্ব ও বড়ত্বের] জন্য যেমনটি শোভনীয় ঠিক তেমনভাবে আরশের উপরে সমাসীন হওয়া। এর অবস্থা ও রূপরেখা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির সাথে রয়েছেন। আরশ হ'তে তিনি সৃষ্টির সব অবস্থা সম্পর্কেই জ্ঞাত আছেন। তিনি তাদের কথা শুনেন। তাদের কার্যকলাপ দেখতে পান। তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ফকীরকে রিযিক দান করেন। নিঃস্ব ও অভাবী ব্যক্তির অভাব পূরণ করেন। যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন। যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন। যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ নিহিত। সব কিছুর উপরই তিনি ক্ষমতাবান। যার এত বড় শান তিনি প্রকৃত অর্থেই তাঁর সৃষ্টির সাথে রয়েছেন। যদিও তিনি প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির উর্ধালোকে আরশে সমাসীনআছেন।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ . (الشورى: ١١)

বিশ্বের কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সব কিছুই শুনেন এবং দেখেন।" (শূরা ঃ ১১)

হুলুলিয়া[১] এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত আমরা এ কথা বলিনা যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টি জগত বা মাখলুকের সাথে এই যমীনে বিরাজ করছেন।

আমরা মনে করি যারা এধরনের কথা বলে তারা কাফের অথবা পথভ্রষ্ট। কারণ আল্লাহর শানে যা অশোভনীয় এবং অবমাননাকর তারা তাই বলছে।

আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন

রাসূলে কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে খবর বা তথ্য জানিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রাতেই এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। তারপর [দুনিয়াবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন ঃ

من يدعوني فأستجيب لــه من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له (رواه مالك والبخارى)

আমাকে যে ডাকে তার ডাকে আমি সাড়া দেই। আমার কাছে যে চায়, তাকে আমি দান করি। যে আমার কাছে ক্ষমা চায় তাকে ক্ষমা করে দেই।[১] (মুয়াত্তা ইমাম মালেক ১/২১৪, বুখারী ৯/২৫,২৬, মুসলিম ১/৫২১)

---

(১) হুলুলিয়া ঃ জাহমিয়া সম্প্রদায়ের একটি অংশ যারা আল্লাহকে সর্বত্র স্বশরীরে উপস্থিত বা বিরাজমান বলে মনে করে।

আল্লাহ বিচার—ফায়সালা করবেন

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলা নির্ধারিত দিন অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন বান্দাহদের মাঝে বিচার–ফায়সালা করার জন্য আত্মপ্রকাশ করবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَ أَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. (الفجر:٢١-٢٣).

কখনো নয়, পৃথিবীকে যখন চূর্ণ–বিচূর্ণ করে বালুকাময় বানিয়ে দেয়া হবে, এবং তোমার রব আত্মপ্রকাশ করবেন, আর ফিরিস্তারা সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান অবস্থায় থাকবে, জাহান্নামকে সেদিন সবার সামনে উপস্থিত করা হবে। সেদিন মানুষ সম্বিত ফিরে পাবে। কিন্তু তখন তার বোধশক্তি ফিরে পাওয়ায় কি লাভ হবে।

(ফজর ঃ ২১–২৩)

আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলা

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ. (البروج:١٦)

[আল্লাহ] যা ইচ্ছা করেন তা সম্পন্ন করেই ছাড়েন।

(বুরুজ ঃ১৬)

আল্লাহর ইচ্ছা দু'রকমের

আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা দু'রকমের ঃ ১। কাউনিয়্যাহ ২। শারইয়্যাহ

১। **কাউনিয়্যাহ ঃ** এ ধরনের ইচ্ছা দ্বারা আল্লাহ তালার ইচ্ছাকৃত জিনিসটি সম্পন্ন হয়। তবে জিনিসটি আল্লাহর কাছে পসন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারটি জরুরী নয়। আর এটা দ্বারাই আল্লাহর 'মাশিয়াত' বা ইচ্ছা বুঝানো হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ.

(البقرة : ٢٥٣)

"আল্লাহ চাইলে তারা পরস্পরে লড়াই করতে পারতোনা – কিন্তু আল্লাহ যা চান তাই করেন।" (বাকারা ঃ ২৫৩)

إِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ. (هود : ٣٤)

"যদি আল্লাহই তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চান (তাহলে কোন নসিহতই কাজে আসবেনা)। তিনিই হচ্ছেন তোমাদের রব।

(হুদ ঃ ৩৪)

২। **শরইয়্যাহ ঃ** এ ধরনের ইচ্ছা দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছাকৃত জিনিসটি সম্পন্ন হওয়া অপরিহার্য নয়। তবে এ ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত জিনিস বা বিষয়টি তাঁর পসন্দনীয় হতে হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْكُمْ. (النساء : ٢٧)

আল্লাহ তোমাদেররক ক্ষমা করে দিতে চান। (নিসা ঃ ২৭)

আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলার কাউনী এবং শরয়ী উভয় ইচ্ছাই তাঁর হিকমতের অধীন। আল্লাহ তাআলা স্বীয় কাউনী ইচ্ছানুযায়ী যা ফয়সালা করেন অথবা শরয়ী ইচ্ছানুযায়ী বান্দাহ [মাখলুক] যে ইবাদত করে উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর হিকমত নিহিত রয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহর হিকমতের কিছু আমরা বুঝতে সক্ষমত হই বা না হই অথবা আমাদের বিবেক-বুদ্ধি এ ক্ষেত্রে অক্ষম হলেও কিছু যায় আসেনা। [সর্বাবস্থাতেই তিনি সবচেয়ে বড় হাকীম]

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ. (التين : ٨)

আল্লাহ কি সবচেয়ে বড় হাকীম নন? (তীন ঃ৮)

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُوْنَ. (المائدة . ٥٠)

যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে তাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে উত্তম হুকুমের অধিকারী আর কে হতে পারে? (মায়েদা ঃ ৫০)

আল্লাহর ভালবাসা

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর অলিগণকে ভালবাসেন। তাঁরাও আল্লাহকে ভালবাসেন।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

(آل عمران :٣١)

হে নবী! লোকদের বলে দাও, তোমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহকে ভালবাস বলে দাবী করো, তবে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। (আল ইমরান ঃ ৩১)

فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ (المائدة : : ٥٤) .

(তোমাদের কেউ যদি নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যায় তবে যাকনা) আল্লাহ আরো এমন জাতির উত্থান ঘটাবেন যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন আর তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে।

(মায়েদা ঃ ৫৪)

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ. (آل عمران : ١٤٦)

আল্লাহ ধৈর্যশীল লোকদেরকে ভালবাসেন।

(আল ইমরান ঃ ১৪৬)

وَأَقْسِطُوْا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ. (الحجرات : ٩)

তোমরা ইনসাফ করো। আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন (হুজুরাত ঃ ৯)

وَأَحْسِنُوْا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ. (البقرة:١٩٥).

তোমরা ইহসান করো। আল্লাহ মুহসিন বান্দাহগণকে ভালবাসেন। (বাকারা ঃ ১৯৫)

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলা সেসব কাজ ও কথাকে পসন্দ করেন যেগুলোর নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। আর অপসন্দ করেন সেসব জিনিস যা তিনি নিষেধ করেছেন।

إِنْ تَكْفُرُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ. (الزمر : ٧) ،

তোমরা যদি কুফরী করো তাহলে [মনে রেখো] আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর বান্দাহদের জন্য কুফরী পসন্দ করেন না। আর তোমরা শোকর করলে তিনি তোমাদের জন্য তা পসন্দ করেন। (যুমার ঃ ৭)

وَلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقَاعِدِيْنَ. (التوبة : ٤٦).

"তাদের বের হয়ে যাবার যদি ইচ্ছা সত্যিই থাকতো তবে তারা সে জন্য কিছু প্রস্তুতি অবশ্যই গ্রহণ করতো) "কিন্তু তাদের সংকল্পবদ্ধ হওয়াটাই আল্লাহর পসন্দ ছিলোনা। তাই আল্লাহ তাদেরকে অবসাদগ্রস্ত করে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন, 'বসে থাকো বসে থাকা অন্যান্য লোকদের সাথে।" (তওবা ঃ ৪৬)

আল্লাহর সন্তুষ্টি

আমরা বিশ্বাস করি যে, যারা ঈমানদার এবং নেক আমল করে

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (البينة ٨)

তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট। এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এ সন্তুষ্টি তার জন্যই যে ব্যক্তি স্বীয় রবকে ভয় করে।

(বাইয়িনাহ ঃ ৮)

আল্লাহর গযব

আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলা কাফের এবং অন্যান্য এমন লোকদের উপরই গযব নাযিল করেন যারা গযবের উপযুক্ত।

اَلظَّانِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. (الفتح : ٦).

যারা আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে, দোষ–ত্রুটি ও খারাপের আবর্তে তারা নিজেরাই নিমজ্জিত। তাদের উপরই আল্লাহর গযব পড়েছে। (ফাত্‌হ ঃ ৬)

وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. (النحل : ١٠٦).

কিন্তু যারা মনের সন্তোষ সহকারে কুফরী গ্রহণ করে নিয়েছে তাদের উপরই আল্লাহর গযব। এসব লোকদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (নহল ঃ ১০৬)

আল্লাহর চেহারা

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলার চেহারা রয়েছে যা "জালাল ও ইকরাম" অর্থাৎ মহিয়ান এবং গরিয়ান গুণ বিশিষ্ট।

وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. (الرحمن: ٢٧)

এবং কেবলাত্র তোমরা রবের মহিয়ান ও গরিয়ান চেহারাই অবশিষ্ট থাকবে। (রাহমান ঃ ২৭)

আল্লাহর হাত

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলার উদার এবং উন্মুক্ত দুটি হাত রয়েছে।

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ . (المائدة : ٦٤)

আল্লাহর হাত তো উদার ও উন্মুক্ত। তিনি যেভাবেই ইচ্ছা খরচ করেন। (মায়েদা ঃ ৬৪)

وَمَا قَدَرُوْاللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًاقَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوَاتِ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ . (الزمر : ٦٧)

এসব লোকেরা তো আল্লাহর কদর যতটুকু করা উচিৎ তা করলোনা, অথচ কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর মুষ্ঠির মধ্যে থাকবে। আকাশ মন্ডল থাকবে তার ডান হাতের মধ্যে পেচানো অবস্থায়। এসব লোকেরা যে শিরক করে তা হতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। (যুমার ঃ ৬৭)

আল্লাহর চক্ষু

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলার দুটি হাকীকী [প্রকৃত] চক্ষু আছে। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত বাণী

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. (هود : ٣٧)،

আমার চোখের সামনে অহী মোতাবেক তুমি নৌকা তৈরী করো। (হুদ ঃ ৩৭)

নবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

"حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه" (رواه مسلم و ابن ماجة)

নূর হলো আল্লাহর পর্দা। যদি তিনি সে পর্দা উন্মুক্ত করেন তাহলে তাঁর নূরের তাজাল্লী সৃষ্টি জগতের যতদূর পর্যন্ত চোখের দৃষ্টি পৌছবে, জ্বলে–পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। (মুসলিম, ইবনু মাজা)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এ ব্যাপারে একমত যে আল্লাহ তাআলার দুটি চক্ষু রয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীসটি এর সমর্থন করছে। এ হাদীসটিতে তিনি বলেছেন ঃ

إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور (رواه البخاری و مسلم)

সে [দাজ্জাল] হলো কানা [এক চোখে দেখে] আর তোমাদের রব কানা নন। (বুখারী ও মুসলিম)

আমরা বিশ্বাস করি যে,

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ. (الأنعام : ١٠٣)،

আল্লাহ তাআলাকে দুনিয়ার কোন চোখ প্রত্যক্ষ করতে পারে না বরং তিনিই সমস্ত চোখকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। তিনি অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ববিষয়ে ওয়াকিফহাল।

(আন আম ঃ ১০৩)

মুমিন লোকেরা আল্লাহকে দেখতে পাবে

আমরা একথা বিশ্বাস করি যে, মুমিন ব্যক্তিগণ কেয়ামতের দিন তাঁকে [রবকে] দেখতে পাবে।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ . (القيامة : ٢٢-٢٣).

সেদিন [কেয়ামতের দিন] কিছু সংখ্যক চেহারা হাস্যোজ্জল হবে। নিজেদের রবের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখবে।

(কিয়ামাহ ঃ ২২-২৩)

কোন কিছুই আল্লাহর মত নয়

আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলার সিফাতে কামালের [পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর] কোন দৃষ্টান্ত নেই।

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ . (الشورى : ١١)

কোন কিছুই তাঁর মত নয়। তিনি সব কিছুই শুনেন এবং দেখেন। (শূরা ঃ ১১)

আল্লাহর তন্দ্রা ও ঘুম নেই

আমরা আরো বিশ্বাস করি যে,

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَانَوْمٌ . (ال بقرة : ٢٥٥).

না তন্দ্রা, না নিদ্রা তাঁকে [আল্লাহকে] স্পর্শ করতে পারে। (বাকারা ঃ ২৫৫)

আল্লাহ পূর্ণ ইনসাফগার

আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর "কামালে আদল" [পূর্ণ ইনসাফ] এর গুণে কারো প্রতি জুলুম করেন না। তিনি তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও আয়ত্তের গুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে বান্দাহদের কর্মকান্ডের ব্যাপারে গাফেল ও উদাসীন নন।

আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতা অসীম

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলার অসীম জ্ঞান ও ক্ষমতার কারণে আকাশ ও যমীনের কোন জিনিসই তাঁকে অক্ষম, অপারগ বানাতে পারে না।

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . (يس : ٨٢).

অর্থাৎ আল্লাহ যখন কোন জিনিসের ইচ্ছা পোষণ করেন তখন তিনি [কাংখিত] জিনিসটিকে শুধু বলেন ঃ "হয়ে যাও"। অমনি তা হয়ে যায়। (ইয়াসীন ঃ ৮২)

পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হবার ফলে তিনি কখনো ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েননা।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوْبٍ . (سورة ق : ٣٨)

আমি পৃথিবী ও আকাশমন্ডল এবং এ দু'য়ের মধ্যে অবস্থিত সব জিনিসকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি। এতে কোন ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করেনি। (ক্বাফ ঃ ৩৮)

আল্লাহর নাম ও সিফাত

যেসব নাম ও গুণাবলী আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিজের জন্য ঘোষণা করেছেন অথবা তাঁর রসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ঘোষণা করেছেন বা স্বীকৃতি দিয়েছেন, সেসব নাম ও গুণাবলীর প্রতি আমরা ঈমান রাখি। কিন্তু সতর্কতামূলক বিরাট দু'টি জিনিসকে আমরা অস্বীকার করি। আর তা হচ্ছে ঃ

১। তামছীল ২। তাকয়ীক

১। তামছীল ঃ অর্থাৎ অন্তরে কিংবা মুখে এ কথা বলা, "আল্লাহর সব সিফাত বা গুণাবলী মাখলূকের গুণাবলীর মত।

২। তাকয়ীক ঃ অর্থাৎ অন্তরে কিংবা মুখে একথা বলা, "আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলীর অবস্থা, আকৃতি বা ছুরত এ রকমের।

যেসব বিষয় আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের ব্যাপারে অথবা রসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর ব্যাপারে নেতিবাচক

ঘোষণা করেছেন সে সব বিষয় নেতিবাচক হিসেবেই আমরা বিশ্বাস করি।

এসব নফী বা নেতিবাচক বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলার কামালিয়াতের বিপরীত বিষয় ছাবেত করাকে অন্তর্ভূক্ত করে, যেসব বিষয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কিছুই বলেননি সেসব বিষয়ে আমরা চুপ থাকি।

তাওহীদের পথে চলা ফরজ

আমরা মনে করি এ তওহীদ ও আক্বীদার পথে চলা ফরজ ও অপরিহার্য। কারণ যেসব বিষয় আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের ব্যাপারে ইতিবাচক বা নেতিবাচক বলে ঘোষণা করেছেন সে সব বিষয়গুলো এমন সংবাদ ও তথ্য যা তিনি আপন সত্তা সম্পর্কে পরিবেশন করেছেন। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী জ্ঞান রাখেন। তিনি সবচেয়ে সত্যবাদী এবং সবচেয়ে সুন্দর বচনের অধিকারী। বান্দারা নিজের জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না।

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে যে সব বিষয় ইতিবাচক বা নেতিবাচক বলে ঘোষণা করেছেন সেগুলো হচ্ছে নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] পরিবেশিত খবর বা তথ্য। তিনি হচ্ছেন এমন এক মহান ব্যক্তি যিনি 'আপন রব' সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী। সবচেয়ে উত্তম নসীহতকারী। সবচেয়ে বেশী সত্যবাদী এবং সুন্দর ভাষার অধিকারী।

অতএব আল্লাহ তাআলা এবং রসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর বাণী হচ্ছে জ্ঞান, সত্যবাদিতা এবং পরিপূর্ণ বর্ণনায় সমৃদ্ধ। তাই তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংশয় অথবা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে কোন ওজর আপত্তি চলতে পারেনা।

অধ্যায়

আল্লাহর উপর ঈমান

আল্লাহ্ তাআলার যে সব ইতিবাচক বা নেতিবাচক সিফাত ও গুণাবলীর কথা বিস্তারিত ভাবে কিংবা সংক্ষেপে পেশ করেছি সেগুলোর ব্যাপারে আমরা সবচেয়ে বেশী নির্ভর করছি কুরআন ও সুন্নাহর উপর। আমরা সবচেয়ে বেশী আস্থাশীল সে পথ ও নীতির উপর যা অবলম্বন করেছেন এ উম্মতেরই সলফে সালেহীন এবং হেদায়াতের পথিকৃত ইমামগণ।

আমরা মনে করি আল্লাহর নাম ও সিফাতের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর জাহেরী উক্তিগুলো প্রয়োগ করা অপরিহার্য। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার শানের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও শোভনীয় "হাকীকত" এর উপর এগুলোর বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক।

আমরা কুরআন ও সুন্নাহর এসব উক্তিকে যারা পরিবর্তন করেছে এবং আল্লাহ তাআলা ও রসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এগুলো যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন, সে উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে যারাই তা পরিবর্তন করেছে তাদের পথকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি। যারা আল্লাহ তাআলার সিফাতগুলোকে পরিত্যাগ করে এবং এসব উক্তির দ্বারা আল্লাহ ও রসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যা বুঝিয়েছেন তা পরিহার করে, আমরা এসব 'মুআত্তিলীন' অর্থাৎ আল্লাহর সিফাতের অপব্যাখ্যাকারীদের নীতিকেও পরিত্যাগ করি। এ ব্যাপারে যারা

"মুগালীন" অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সিফাতগুলোর ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে এবং বাড়াবাড়ি করে, এগুলোকে আকার আকৃতির উপর প্রয়োগ দেখায় অথবা এগুলোর উদ্দেশ্যকে বুঝানোর জন্য নিজেরাই অবয়ব বানিয়ে নেয়, আমরা তাদের নীতিকেও প্রত্যাখ্যানকরি।

আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে কুরআন ও সুন্নায় যা এসেছে তার সবই হক এবং সত্য। একটা অপরটার বিরোধী কিংবা বিপরীত নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا . (النساء : اٰية ٨٢).

"এরা কি কুরআন নিয়ে গভীর মনোনিবেশের সাথে চিন্তা-ভাবনা করেনা? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তাহলে এ'তে অনেক মত পার্থক্য পাওয়া যেতো।"

(নিসা ঃ ৮২)

কারণ, খবরাদি যদি পরস্পর বিরোধী হয় তাহলে একটি অপরটির মিথ্যা হওয়াকে অবধারিত করে তোলে। আল্লাহ ও রসূলের পরিবেশিত খবরের ক্ষেত্রে এ রকম হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

যে ব্যক্তি এই দাবী করে যে, আল্লাহ তাআলার কিতাবে কিংবা রসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সুন্নায় অথবা উভয়টাতেই পরস্পর বিরোধীতা রয়েছে, তাহলে এ দাবী হবে তার অসৎ উদ্দেশ্য বা তার অন্তরে বিদ্যমান বক্রতার কারণে। এ

মিথ্যা ও উদ্দেশ্য মূলক দাবীর জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে তার তাওবা করা এবং সাথে সাথে তার এ ভ্রান্তি ও গোমরাহী পরিত্যাগ করা উচিৎ।

আল্লাহর কিতাব কিংবা নবীর সুন্নায় অথবা উভয়টাতেই পরস্পর বিরোধীতা আছে বলে যদি কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ দেখা দেয়, তাহলে মনে করতে হবে, তার মধ্যে জ্ঞানের স্বল্পতা অথবা বুঝতে অক্ষমতা অথবা তার চিন্তা শক্তিতে রয়েছে যথেষ্ট অপরিপক্কতা ও অপরিচ্ছন্নতা। এমতাবস্থায় তার উচিৎ আরো জ্ঞান–সাধনা করা। চিন্তা–ভাবনার ক্ষেত্রে আরো অধ্যাবসায়ী হওয়া। যাতে করে তার কাছে সত্য আরো উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। আর যদি কোন বিষয় তার কাছে সুস্পষ্ট না হয়, তাহলে বিষয়টি কোন আলেমের উপর ন্যাস্ত করা উচিৎ। সংশয়ের পথ পরিত্যাগ করা উচিৎ। জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যা বলে থাকেন এমতাবস্থায় তারও তাই বলা উচিৎ।

آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. (آل عمران : ٧) .

"এর প্রতি আমরা ঈমান এনেছি। এর সবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে"। (আল ইমরান ঃ ৭) তার জেনে রাখা উচিৎ যে, কুরআন ও সুন্নার কোন পারস্পরিক বিরোধীতা নেই। এ দু'য়ের মধ্যে কোন বৈপরিত্য ও মতপার্থক্য নেই।

অধ্যায়

ফিরিস্তাদের প্রতি ঈমান

আমরা আল্লাহ তাআলার ফিরিস্তাদের প্রতি এই বিশ্বাস পোষণ করি যে,

عِبَادٌ مُكْرَمُوْنَ لَايَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُوْنَ.

(الأنبياء: ٢٦-٢٧) .

"তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দাহ। তারা তাঁর দরবারে আগে বেড়ে কথা বলে না। শুধু তাঁরই হুকুমে তারা কাজ করে।" (আম্বিয়া ঃ ২৬ ঃ ২৭) তাদেরকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। তারা তাঁরই ইবাদতে মগ্ন এবং তাঁরই আনুগত্যে নিয়োজিত।

.......لا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُوْنَ.

يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتَرُوْنَ . (الأنبياء : ١٩ - ٢٠).

"তারা আল্লাহর ইবাদত করতে ত্রুটি করে না। তারা অহংকার করে না। পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে না। রাত দিন তাঁরই তাসবীহ পাঠে ব্যস্ত থাকে। এক বিন্দুও ক্লান্ত হয় না।" (আম্বিয়া ঃ ১৯-২০)

আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আমাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে দিয়েছেন। ফলে আমরা তাদেরকে দেখতে পাই না। কোন কোন সময় আল্লাহ 'তাআলা তাঁর কতিপয় বান্দাহর জন্য তাদের পর্দাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এ কারণেই নবী করীম [সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম] জিবরাইল [আলাইহিস সালাম] কে তাঁর আসল রূপে দেখতে পেয়েছেন। জিবরাইল এর ছয়শত ডানা আছে যা দিগন্তকে ঢেকে ফেলেছিল (বুখারী)। জিবরাইল [আলাইহিস সালাম] মরিয়ম [আলাইহাস সালাম] এর নিকট পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তখন একে অপরকে উদ্দেশ্য করে কথা-বার্তা বলেছিলেন। জিবরাইল একবার একজন অপরিচিত মানুষের ছুরতে নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর কাছে এসেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পাশেই তখন অবস্থান করছিলেন। জিবরাইল [আলাইহিস সালাম] এমনভাবে রাসূলের কাছে আসলেন যে, তাঁর মাঝে সফরের কোন আলামত দেখা যায়নি। কাপড় ছিল ধব-ধবে সাদা। চুলগুলো ছিল খুবই কাল বর্ণের। জিবরাইল নিজ হাটু তাঁর হাটুর কাছাকাছি নিয়ে বসলেন। তাঁর হাত দুখানা দু'রানের উপর রেখে রাসূলের মুখোমুখি বসলেন। তারপর একে অপরকে লক্ষ্য করে কথাবার্তা বললেন। নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সাহাবায়ে কেরামকে জানালেন যে, তিনি [আগত ব্যক্তি] হচ্ছেন জিবরাইল [আলাইহিস সালাম]। (বুখারী)

আমরা বিশ্বাস করি যে, ফিরিস্তাদেরকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন জিবরাইল [আলাইহিস সালাম] এর দায়িত্ব হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁরই ইচ্ছা অনুযায়ী নবী ও রসূলগণের প্রতি অহী নাযিল করা।

মীকাঈল [আলাইহিস সালাম] এর দায়িত্ব হচ্ছে, বৃষ্টি বর্ষণ, তৃণ-লতা ও শাকশবজী উৎপাদনের কাজ আনজাম দেয়া।

ইসরাফীল [আলাইহিস সালাম] এর দায়িত্ব হচ্ছে, কিয়ামত ও পুনরুত্থানের সময় সিংগায় ফুঁক দেয়া।

আজরাঈল [আলাইহিস সালাম] এর দায়িত্ব হচ্ছে মত্যুর সময় "রুহ" কবয করা। এমনিভাবে পাহাড় সংক্রান্ত ব্যাপারে ফিরিস্তা নিয়োজিত রয়েছে। আবার জাহান্নামের রক্ষক হিসেবেও নিয়োজিত রয়েছে একজন ফিরিস্তা।

কিছু সংখ্যক ফিরিস্তা মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের দায়িত্বে নিয়োজিত। আর কিছু সংখ্যক ফিরিস্তা এমন আছে যারা আদম সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ করে। ফিরিস্তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন ও রয়েছে যারা মানুষের আমলনামা লেখার কাজে নিয়োজিত। একাজে প্রতিটি মানুষের জন্যই দু'জন ফেরেস্তা নিয়োজিত রয়েছে।

عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ (سورة ق : ١٧-١٨)

"ডান ও বাম দিকে বসে তারা প্রতিটি কাজ লিপিবদ্ধ করে। এমন কোন শব্দ বান্দার মুখে উচ্চারিত হয় না যা সংরক্ষণের জন্য স্থায়ী পর্যবেক্ষণকারী নেই।" (ক্বাফ ঃ ১৭-১৮)

আরো এমন কিছু সংখ্যক ফিরিস্তা রয়েছে যারা মৃত ব্যক্তিকে তার গন্তব্য স্থান অর্থাৎ কবরে রাখার পর জিজ্ঞাসাবাদ করে। কবরে দু'জন ফিরিস্তা আসে। তারা মৃত ব্যক্তিকে তাঁর রব, দ্বীন এবং নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করে।

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيَاةِ

الـدُّنيَا وَ فِيْ الآخِـــرَةِ ويضل اللّٰهُ الظّٰـالِمِـيْنَ وَيَـفْـعَـلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ. (ابراهيم : ٢٧).

"তখন ঈমানদারগণকে আল্লাহ এক প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত কথার ভিত্তিতে দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় স্থানে প্রতিষ্ঠা দান করেন। আর জালেম লোকদেরকে আল্লাহ বিভ্রান্ত করে দেন। আল্লাহ যা চান তাই করেন।" (ইবরাহীম) ঃ ২৭)

জান্নাতবাসীদের জন্যও কিছু সংখ্যক ফিরিস্তা নিয়োজিত রয়েছে।

يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُـلِّ بَابٍ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. (الرعد : ٢٣-٢٤)

"তারা জান্নাতবাসীদের সাদর সম্ভাষণের জন্য চার দিক থেকে আসবে আর বলতে থাকবে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা দুনিয়াতে যেভাবে ধৈর্য অবলম্বন করেছো তার বিনিময়ে আজ তোমরা এ পুরস্কারের অধিকারী হয়েছো।" (রা'দ ঃ ২৩,২৪)

নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] জানিয়েছেন যে, উর্ধাকাশে অবস্থিত "আল–বাইতুল মামুর" এ প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিস্তা প্রবেশ করে অথবা নামাজ পড়ে। তাদের সংখ্যা এতই অধিক যে এরপর তারা আর কোন দিন দ্বিতীয়বার এতে প্রবেশ করার সুযোগ পাবেনা। (বুখারী–মুসলিম)

অধ্যায়

আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবী-রসূলগণের উপর কিতাব নাযিল করেছেন। এসব কিতাব নাযিল করেছেন সমগ্র বিশ্ববাসীর বিপক্ষে এবং নেক আমলকারীদের পক্ষে দলীল-প্রমাণ হিসেবে। এসব কিতাবের মাধ্যমে নবী রসূলগণ মানুষকে হিকমত শিক্ষা দেন এবং যাবতীয় গোমরাহী থেকে তাদেরকে পবিত্রকরেন।

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রসূলের উপরই কিতাব নাযিল করেছেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন ঃ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ . (الحديد : ٢٥).

আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শন সহ পাঠিয়েছি। তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব এবং মানদন্ড। যাতে করে মানুষ ইনসাফ ও সুবিচারের উপর কায়েম থাকতে পারে। (হাদীদ ঃ ২৫)

আমরা আসমানী কিতাব সমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত কিতাবগুলোর কথা জানিঃ

১। **তাওরাতঃ** এ কিতাব আল্লাহ তাআলা মূসা [আলাইহিস সালাম] এর উপর নাযিল করেছেন। বনী ইসলাইলের জন্য এটা সর্বশেষ্ঠ কিতাব।

فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَّحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ.(المائدة : ٤٤)

এতে রয়েছে হেদায়াত এবং আলোকবর্তিকা। এর দ্বারা নিবেদিত প্রাণ নবীগণ ইহুদীদের যাবতীয় বিচার–ফয়সালা করতেন। আলেম, ফকীহগণ ও এরই ভিত্তিতে ফয়সালা করতেন। কারণ তাঁদেরকে আল্লাহর বিতাবের হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। আর তারা ছিলো এ কিথাবের সাক্ষী।" (মায়েদাঃ ৪৪)

২। **ইঞ্জীলঃ** ঈসা [আলাইহিস সালাম] এর উপর আল্লাহ তাআলা ইঞ্জীল কিতাব নাযিল করেছেন। এ কিতাবটি তাওবাতের সমর্থক ও পরিপূরক।

وَاٰتَيْنَاهُ الْإِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَ هُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ . (المائدة : ٤٦) ،

"আমি ঈসাকে ইঞ্জীল দান করেছি। এতে রয়েছে হিদায়াত ও [গোমরাহী থেকে বেচে থাকার] আলো। তাওরাতের [হুকুম আহকাম থেকে] যা কিছু এর সামনে ছিলো এ কিতাব তারই

সমর্থক এবং সত্যতা প্রমাণকারী। এতে রয়েছে আল্লাহভীরু লোকদের জন্য হিদায়াত ও নসীহত।" (মায়েদাঃ ৪৬}

وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ . (آل عمران : ٥٠).

"ইঞ্জীল কিতাব নাযিলের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, তোমাদের উপর যা হারাম ছিলো এমন কতিপয় জিনিস আমি তোমাদের জন্য হালাল করে দিবো।" (আল–ইমরান ঃ ৫০)

৩। **যবুর ঃ** আল্লাহ তাআলা যবুর কিতাবটি দাউদ [আলাইহিস সালাম] এর উপর নাযিল করেছেন।

হযরত ইবরাহীম এবং মূসা [আলাইহিস সালাম] এর উপর ছহীফা [ছোট কিতাব] নাযিল হয়েছে।

৪। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর উপর আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীম নাযিল করেছেন।

هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ (البقرة : ١٨٥)

"গোটা মানব জাতির জন্য হিদায়াত স্বরূপ এ কিতাব এমন সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ যা সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শন করে। হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরে।" (বাকারা ঃ ১৮৫)

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. (المائدة ٤٨).

"পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের মধ্য থেকে সত্যরূপে যা এ কিতাবের সামনে রয়েছে এটি তার সত্যতা প্রমাণকারী এবং হিফাযত ও সংরক্ষণকারী।" (মায়েদা ঃ ৪৮) এ কিতাব

নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পূর্বের যাবতীয় কিতাবের হুকুম রহিত করে দিয়েছেন। তিনি এ কিতাবকে সব ধরণের সংশয়কারী এবং পরিবর্তন সাধানকারীর দুষ্কর্ম থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণকরেছেন।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ . (الحجر : ٩)

কুরআন আমিই নাযিল করেছি। এবং নিজেই এর হিফাযতকারী।" (হিজরঃ৯) কারণ এ কিতাব কিয়ামত পর্যন্ত গোটা সৃষ্টির জন্য দলীল হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে।

পূবর্তী কিতাবগুলো ছিলো অস্থায়ী/সামায়িক। এগুলোর জন্য একটা সময় নির্ধারিত ছিলো। রহিতকারী কিতাব নাযিলের মাধ্যমে এ কিতাবগুলোর নিজস্ব কার্যকারিতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে কি কি রদ-বদল ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তারও বর্ণনা দেয় হয়েছে। এজন্যই একিতাবগুলো (পরবর্তী সময়ের জন্য) ত্রুটিমুক্ত ছিল না বরং সেগুলোতে অনেক পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন সাধিত হয়েছে।

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِه (النساء : ٤٦)

"ইহুদীদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা কিতাবের শব্দগুলোকে তাদের মূল অর্থ হতে সরিয়ে দেয়ে।" [অর্থাৎ মূল অর্থের পরিবর্তন ঘটায়]।

فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِه ثَمَنًا قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ

أَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ . (البقرة : ٧٩)

"সে সব লোকের জন্য ধ্বংশ অনিবার্য যারা নিজেদের হাতে শরীয়তের বিধান রচনা করে। তারপর লোকদেরকে বলে যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। এ রকম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এর বিনিময়ে তারা সামান্য স্বার্থ উদ্ধার করবে। তাই তারা নিজ হাতে যা রচনা করেছে এবং অন্যায়ভাবে যা কামাই করেছে তার জন্য রয়েছে ধ্বংশ ও শাস্তি।" (বাকারা ঃ ৭৯)

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِىْ جَاءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَ هُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَ تُخْفُوْنَ كَثِيْرًا .
(الأنعام : ٩١).

"হে মুহাম্মদ ! বল, মানুষের জন্য আলোক বর্তিকা এবং পথ নির্দেশনা হিসেবে মূসা যে কিতাব নিয়ে এসেছিল যা তোমরা টুকরা–টুকরা করে রেখে দিচ্ছ, যার কিছু অংশ দেখাও আর বহুলাংশই লুকিয়ে রাখ– সে কিতাব কে নাযিল করেছিল?"
(আনআম ঃ ৯১)

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَلْوُوْنَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ . مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ

وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
(آل عمران : ٧٨-٧٩)

"তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা কিতাব পাঠ করার সময় জিহবা এমন ভাবে উল্ট-পাল্ট করে যাতে তোমরা মনে করো যে তারা যা পাঠ করছে তা কিতাবেরই কথা। অথচ প্রকৃত পক্ষে তা কিতাবের কথা নয়। তারা বলে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে অথচ আল্লাহর পক্ষ থেকে তা আসেনি। আসলে তারা জেনে শুনেই আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে। কোন মানুষের পক্ষেই এটা শোভনীয় নয় যে, আল্লাহ তাআলা তাকে কিতাব, ক্ষমতা আর নবুয়ত দান করবে আর সে এগুলো পেয়ে মানুষকে বলবে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা আমার বান্দাহ হয়ে যাও।" (আল ইমরান ঃ ৭৮, ৭৯)

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْجَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتَابِ - إلى قوله - لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ. (المائدة : ١٥-١٧)

"হে আহলে কিতাব আমার রসূল তোমাদের কাছে এসেছে। তিনি তোমাদেরকে এমন অনেক কিছুই কিতাব থেকে বলে দেন যা তোমরা গোপন করে রাখছিলে।" (মায়েদা ঃ ১৫)

অধ্যায়

রাসূলদের উপর ঈমান

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি রসূল পাঠিয়েছেন

مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلٰى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا . . (النساء : ١٦٥)

"সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে। যেন রসূল পাঠাবার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে লোকদের কোন যুক্তিই না থাকে। আর আল্লাহ তো সর্বাবস্থায়ই পরাক্রমশালী এবং কুশলী।"
(নিসা ঃ ১৬৫)

আমরা বিশ্বাস করি, সর্ব প্রথম রসূল হচ্ছেন নূহ [আলাইহিস সালাম]। আর সর্বশেষ হচ্ছেন মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]।

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهٖ . (النساء : ١٦٣) ،

"আমি তোমার প্রতি অহী পাঠিয়েছি যেমন ভাবে আমি নূহ এবং তাঁর পরবর্তী নবীদের প্রতি অহী পাঠিয়েছি।" (নিসা ঃ ১৬৩)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ (الاحزاب : ٤٠) .

"মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী"। (আহযাব ঃ ৪০)

নবীগণের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হচ্ছেন মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]। তারপর পর্যায়ক্রমে ইবরাহীম, মুসা, নূহ এবং ঈসা বিন মরিয়ম। তাঁরা বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ وَّ إِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ وَ أَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا . (الأخراب : ٧) .

"হে নবী! স্মরণ করো, সে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির কথা। যা আমি সব নবীর কাছ থেকে গ্রহণ করেছি এবং তোমার কাছ থেকেও। নূহ, ইবরাহীম, মূসা এবং মরিয়ম তনয় ঈসার কাছ থেকেও এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছি। তাদের সবার কাছ থেকেই আমি খুব পাকা পোক্ত ওয়াদা গ্রহণ করেছি।" (আহযাব ঃ ৭)

আমরা দৃঢ়তার সাথে এ ই'তেকাদ পোষণ করি যে মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম] এর শরীয়ত এসব বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত নবীদের শরীয়তের মর্যাদাকে অন্তর্ভূক্ত করে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর বাণী হচ্ছে

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ إِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ . (الشورى : ١٣) .

"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই নিয়ম–বিধান নির্দিষ্ঠ করে দিয়েছেন যার উপদেশ তিনি নূহ [আলাইহিস সালাম] কে দিয়েছিলেন। আর আমি তোমার প্রতি অহীর মাধ্যমে যা পাঠিয়েছি, যার নির্দেশ আমি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকেও দিয়েছিলাম। তা হচ্ছে, তোমরা দ্বীন কায়েম করো এবং এতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়োনা।" (শূরা ঃ ১৩)

আমরা বিশ্বাস করি যে, সব রসূলই মানুষ ছিলেন। মখলুক ছিলেন। রুবুবিয়াতের কোন গুণ বা বৈশিষ্ট তাঁদের মধ্যে ছিলোনা। সর্ব প্রথম রসূল নূহ [আলাইহিস সালাম] সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَا أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُوْلُ إِنِّيْ مَلَكٌ (هود : ٣١) ،

"আমি তোমাদের বলি না যে আমার কাছে আল্লাহর ধনভান্ডার রয়েছে। আমি গায়েব জানি একথা ও বলি না। আমি একথাও বলি না, 'আমি একজন ফিরিস্তা।" (হুদঃ ৩১)

শেষ রসূল মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে আল্লাহ তাআলা একথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

لَا أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُوْلُ لَكُمْ إِنِّيْ مَلَكٌ. (الأنعام : ٥٠)

"আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে আমার কাছে আল্লাহর ধন–ভান্ডার আছে। আমি গায়েব জানি একতা ও আমি বলি না। আমি একজন ফিরিস্তা এটা ও আমি বলি না।" (আনআম ঃ ৫০)

একথা বলার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ اللّٰهُ (الأعراف :١٨٨)

"আল্লাহ যা চান তাছাড়া নিজের কোন লাভ বা ক্ষতি করার ক্ষমতা আমার নেই।" (আ'রাফ ঃ ১৮৮)

আল্লাহ তাআলা নবীজীকে একথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

إِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَارُشْدًا قُلْ إِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرَنِىْ مِنَ اللّٰهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا (الجن : ٢١-٢٢).

"আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করার ক্ষমতাও রাখিনা, কোন কল্যাণ করারও ক্ষমতা রাখি না। বলঃ আমাকে আল্লাহর পাকড়াও হতে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। তাঁর আশ্রয় ছাড়া আমার আর কোন আশ্রয় স্থল দেখি না।" (জিন ঃ ২১–২২)

আমরা বিশ্বাস করি, নবীগণ সবাই আল্লাহর বান্দাহ। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে রিসালতের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন।

তাঁদের সর্বোচ্চ মর্যাদা ও প্রশংসা বর্ণনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ইবাদাতের গুনে গুনান্বিত করেছেন। প্রথম রসূল নূহ [আলাইহিস সালাম] সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا . (الإسراء : ٣)

"তোমরা তো তাদেরই সন্তান যাদেরকে আমি নূহ [আলাইহিস সালাম] এর সাথে [নৌকায়] বহন করেছিলাম। আর নূহ [আলাইহিস সালাম] ছিল আল্লাহর একজন শোকরগুজার বান্দাহ।" (ইসরা ঃ ৩)

সর্বশেষ রসূল মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেনঃ

تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا . (الفرقان : ١)،

অতীব বরকতপূর্ণ সেই সত্তা যিনি এ ফোরকান স্বীয় বান্দাহর উপর নাযিল করেছেন। যেন সে সমগ্র বিশ্বগতের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী হতে পারে। (ফোরকান ঃ ১)

অন্যান্য নবীগণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন ঃ

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ أُوْلِى الْأَيْدِىْ وَالْأَبْصَارِ . (ص : ٤٥)

আমার বান্দাহ ইবরাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের কথা স্মরণ করো। তারা বড় কর্মক্ষমতা সম্পন্ন এবং দৃষ্টিমান লোক ছিলো। (সাদ ঃ ৪৫)

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (ص : ١٧).

"আমার বান্দাহ দাউদের কথা বর্ণনা করো, সে বড় শক্তি সামর্থের অধিকারী ছিলো। সব ব্যাপারেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ছিলো।" (সাদ ঃ ১৭)

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (ص : ٣٠)

"আর দাউদকে আমি সুলাইমান [এর মত বিচক্ষণ পুত্র] দান করেছি। সে কতইনা উত্তম বান্দাহ। সে [বার বার আল্লাহর দিকে] প্রত্যাবর্তনকারী।" (সাদ ঃ ৩০)

ঈসা আলাইহিস সালাম এর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেনঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. (الزخرف : ٥٩).

"সে [ঈসা] আল্লাহর বান্দাহ ব্যতীত আর কিছুই ছিলো না। তাঁর প্রতি আমার নিয়ামত দান করেছি এবং বনী ইসলাইলের জন্য এক বিশেষ দৃষ্টান্ত বানিয়েছি।" (যুখরূপ ঃ ৫৯)

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর মাধ্যমে "রিসালত" সমাপ্ত করেছেন।

তাঁকে গোটা মানব জাতির কাছে রসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন ঃ

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِيْ وَ يُمِيْتُ فَآمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

(الأعراف : ١٥٨).

"হে মুহাম্মদ! বলো হে মানব জাতি, আমি তোমাদের সবার প্রতি নবী হিসেবে সেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র মালিক। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই জীবন দান করেন। তিনিই মৃত্যুর [ফয়সালা] দেন। অতএব তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং তাঁরই প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি ঈমান আনো যিনি আল্লাহ এবং তাঁর কথাকে মেনে চলেন তোমরা তাঁর আনুগত্য করো যাতে করে তোমরা হিদায়াত লাভ করতে পারো।" (আ'রাফ ঃ ১৫৮)

আমরা বিশ্বাস করি যে, রসূলে কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর শরীয়ত হচ্ছে "দ্বীন ইসলাম" যে দ্বীনকে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহদের জন্য পসন্দ করেছেন। একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুই তিনি দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেনঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ. (آل عمران : ١٩)

"আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র দ্বীন।"

(আল ইমরান ঃ ১৯)

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا (المائده : ٣)

"আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিলাম। আমার নিয়ামত তোমদের প্রতি পরিপূর্ণ করে দিলাম। আর ইসলামকে গ্রহণ করে নিলাম তোমাদের দ্বীন হিসেবে।।"

(মায়েদা ঃ ৩)

আরো ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِيْ الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ. (آل عمران : ٨٥).

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করতে চায়। তার কাছ থেকে তা কখনোই গ্রহণ করা হবে না। পরকালে সে হবে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত"। (আল ইমরান ঃ ৮৫)

আমরা মনে করি বর্তমানে যে ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য মতাদর্শ যেমন ইহুদীবাদ, খৃষ্ঠবাদ ইত্যাদিকে দ্বীন হিসেবে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে সে কাফের। একাজ থেকে যদি সে তাওবা করে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে।

অন্যথায় মুরতাদ হিসেবে তাকে হত্যা করতে হবে। কারণ সে কুরআনকে মিথ্যা বলে মনে করে।

আমরা মনে করি, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে গোটা মানব জাতির রসূল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে সে মূলতঃ দুনিয়ার সব নবীকেই অস্বীকার করে। এমনকি সে নিজে যাকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করে এবং অনুসরণ করে প্রকারান্তরে তাকেও সে অস্বীকার করে। এর প্রমাণ হচ্ছেঃ

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ الْمُرْسَلِيْنَ (الشعراء : ١٠٥)

"নূহের কওম রসূলগণকে অস্বীকার করেছে [বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে]।" (শুআরা ঃ ১০৫)

এ আয়াতে নূহ [আলাইহিস সালাম] এর জাতিকে সমস্ত রসূলগণের মিথ্যা প্রতিপন্নকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ নূহ [আলাইহিস সালাম] এর পূর্বে কোন রসূলই আসেননি। এর অর্থ হলো একজন নবীকে অস্বীকার করা, গোটা নবীকূলকে অস্বীকার করার শামিল।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُوْلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا أُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا.

(النساء : ١٥٠-١٥١)

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণকে অস্বীকার করে এবং তাঁদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায়, আর বলে, আমরা কাউকে মানবো আর কাউকে মানবো না এবং ঈমান ও কুফরের মাঝখানে কোন পথ বের করার ইচ্ছা পোষণ করে তারা নিঃসন্দেহে কাফের। কাফেরদের জন্য আমি অপমানকর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।"

(নিসা ঃ ১৫০-১৫১)

আমরা বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম] এর পরে আর কোন নবী আসবেন না। তাঁর পরে যে কেউ নবুয়তের দাবী করবে অথবা নবুয়তের মিথ্যা দাবীদারকে সত্য বলবে সে ও কাফের। কারণ সে আল্লাহ তাআলা, রসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম] এবং মুসলমানদের 'ইজমা' অর্থাৎ মুসলিম উম্মার সর্ব সম্মত রায় ও সিদ্ধান্তকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, নবী করীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উম্মতের জন্য রেখে গিয়েছেন 'খোলাফায়ে রাশেদীন'কে। তারা রসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর পরে উম্মতের মধ্যে জ্ঞান, ইসলামের প্রচার, প্রসার এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাঁরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদাবান এবং খেলাফতের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবু বকর [রাদিয়াল্লাহু আন্হু], তারপর হযরত ওমর [রাদিয়াল্লাহ আন্হু], তারপর হযরত ওসমান [রাদিয়াল্লাহু আন্হু] অতঃপর হযরত আলী [রাদিয়াল্লাহু আন্হু]।

মর্যাদার দিক থেকে তাঁদের অবস্থান যেমন ছিলো, খিলাফতের দিক থেকে ও ছিলো তাদের তেমনই অবস্থান।

মহান হাকীম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য এটা কোনক্রমেই শোভনীয় নয় যে, সর্বোত্তম যুগেও তিনি এমন লোককে খিলাফতের দায়িত্ব দিবেন যার চেয়ে উত্তম এবং খিলাফতের অধিক যোগ্য ব্যক্তি উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে থেকে مفضول (মাফদূল) ব্যক্তি কোন কোন ক্ষেত্রে افضل। (আফদল) ব্যক্তির চেয়েও অধিক গুণাগুণ ও বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু "আফদাল" ব্যক্তিকে নিরঙ্কুশভাবে "মাফদূল" ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা ঠিক নয়। কেননা মর্যাদার কারণ ও বিষয় বস্তু অনেক এবং বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এ প্রসংগে বলা যেতে পারে হযরত আবু বকর "তাকওয়া" হযরত ওমর শাসন, হযরত ওসমান লজ্জা ও বিনয় এবং হযরত আলী [রাদিয়াল্লাহু আন্হুম] সাহসিকতা ও বীরত্বের দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন।

শ্রেষ্ঠ উম্মত

আমরা বিশ্বাস করি যে, উম্মতে মুহাম্মদী হচ্ছে সর্বোত্তম উম্মত।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ . (آل عمران : ١١٠).

তোমরা সর্বোত্তম উম্মত। মানব জাতির কাছে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে। অন্যায় কাজ

থেকে মানুষকে বিরত রাখবে আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে। (আল ইমরান ঃ ১১০)

আমরা বিশ্বাস করি যে, উম্মতে মুসলিমার মধ্যে সর্বোত্তম মানব গোষ্ঠী ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম [রাদিয়াল্লাহু আনহুম]। তারপর তাবেয়ীন তারপর তাবে-তাবেয়ীন।

আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, কেয়ামত পর্যন্ত এ উম্মতের মধ্য থেকে এমন একটি দল হকের উপর অবিচল থাকবে যাদেরকে কোন অপমানকারী কিংবা বিরোধীতাকারী কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। তাদেরকে হকের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবেনা।

আমরা বিশ্বাস করি যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যেসব ফিতনা অর্থাৎ ভুল বুঝা-বুঝির কারণে মতানৈক্য, সংঘাত ও সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে তা তাঁদের ব্যাখ্যা ও ইজতিহাদের কারণে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তাঁদের জন্য দু'টি পুরষ্কার। যারা ভূল করেছেন তাদের জন্য রয়েছে একটি পুরষ্কার। আর ভুল-ক্রটিগুলো আল্লাহ তাআলা মাপ করে দিয়েছেন।

আমরা মনে করি তাঁদের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিৎ। এমনিভাবে তাঁরা যে মর্যাদা ও প্রশংসার অধিকারী, তা ছাড়া অন্য কিছু আলোচনা করা আমাদের অনুচিৎ। তাঁদের কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও ঈর্ষা পোষণ করা থেকে আমাদের অন্তরকে পবিত্র রাখা উচিৎ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ-

لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ أَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوْا وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى (الحديد : ١٠)

"তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পরে দান করেছে এবং জিহাদ করেছে তারা কখনো তাদের সমান হতে পারেনা যারা মক্কা বিজয়ের আগে দান করেছে এবং জিহাদ করেছে। বস্তুতঃ তাদের মর্যাদা পরে দানকারী ও জিহাদকারীদের তুলনায় অনেক বেশী। আল্লাহ উভয়ের জন্যই উত্তম ওয়াদা করেছেন।"

(আল হাদীদ ঃ ১০)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সম্পর্কে বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

(الحشر ١٠)

"যারা এই অগ্রবর্তী লোকদের পরে এসেছে তারা বলেঃ হে আমাদের রব, আমাদেরকে এবং আমাদের সেসব ভাইদেরকে ক্ষমা করে দাও যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছেন। আর আমাদের অন্তরে ঈমানদার লোকদের প্রতি কোন হিংসা ও শত্রুতার ভাব রেখোনা। হে আমাদের রব, তুমি বড়ই অনুগ্রহকারী এবং করুনাময়।" (হাশর ঃ ১০)

আমরা শেষ দিবসকে বিশ্বাস করি। আর শেষ দিন হচ্ছে কেয়ামতের দিন। এরপর আর কোন দিন নেই।

সেদিন মানুষ পুনঃজীবন লাভ করবে। সে জীবন হবে হয় দারুন্নাঈম, অর্থাৎ নিয়ামাতপূর্ণ ও শান্তিময় গৃহে নতুবা কঠিন শাস্তির গৃহে অনন্তকাল থাকার জন্য।

আমরা বিশ্বাস করি, ইসরাফীলের দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেয়ার পর মৃতকে জীবিত করার মাধ্যমে পুনরুত্থান সংঘটিত হবে।

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوَات وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرٰي فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ (الزمر ٦٨)

"সেদিন সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। তখন আসমান ও যমীনের সকল প্রাণী মরে পড়ে থাকবে। অবশ্য আল্লাহ যাদেরকে জীবন্ত রাখবেন তারা ছাড়া। অতঃপর শিংগায় আরেকবার পুঁক দেয়া হবে। তখন সবাই উঠে দাঁড়াবে এবং তাকিয়ে থাকবে।" (যুমার ঃ ৬৮)

এরপর সব মানুষ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে কবর থেকে উঠবে। তাদের অবস্থা হবে পাদুকা বিহীন নগ্ন। এবং বস্ত্র বিহীন উলঙ্গ।

كَمَا بَدأناه أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ . (ال انبياء : ١٠٤)

"যেভাবে সর্বপ্রথম আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম ঠিক সেভাবে আমি তার পুনরাবৃত্তি করবো। এটা একটা ওয়াদা, যা পূরণ করার দায়িত্ব আমরা। একাজ অবশ্যই আমি করবো।" (আম্বিয়া ঃ ১০৪)

আমল নামা

আমরা আমল নামার কথা বিশ্বাস করি। এ আমল নামা হয় ডান হাতে দেয়া হবে নতুবা পিছন দিক থেকে বাম হাতে দেয়া হবে।

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوْرًا، وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا وَيَصْلَى سَعِيْرًا. (الانشقاق : ٧-١٢)،

"অতঃপর যার আমল নামা তার ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব সহজভাবে নেয়া হবে। আর সে আপনজনদের কাছে হাসি-খুশী ও আনন্দচিত্তে ফিরে যাবে। আর যে ব্যক্তির আমল নামা পিছন দিক হতে দেয়া হবে, সে ভয়ে মৃত্যুকে ডাকবে। সে জলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হবে।" (ইনশিকাক ঃ ৭-১২)

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِيْ عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُوْرًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا. (الإسراء : ١٣-١٤).

"প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগ্যই আমি তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি। আর কেয়ামতের দিন আমি তার জন্য একটি কিতাব প্রকাশ করবো। সে কিতাবটিকে উম্মুক্ত গ্রন্থ হিসেবে দেখতে পাবে। নিজের আমল নামা পড়ে দেখো। তাহলে আজ তোমার নিজের হিসাব দেখার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।" (ইসরাঃ ১৩-১৪)

মিজান

আমরা বিশ্বাস করি, কেয়ামতের দিন "মিজান" বা ভাল-মন্দ ওজন করার ব্যবস্থা থাকবে। কোন ব্যক্তির প্রতি জুলুম করা হবেনা।

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. (الزلزلة :٧-٨) ،

"যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ নেক আমল করবে সে তা দেখতে পাবে। এবং যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ বদ-আমল করবে, তাও সে দেখতে পাবে।" (ঝিল-ঝালঃ ৭-৮)

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ

(المؤمنون : ١٠٢-١٠٤)،

যাদের (নেক আমলের) পাল্লা ভারী হবে তারাই সফল কাম হবে। আর যাদের পাল্লা হাল্‌কা হবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে। আগুন তাদের মুখ মন্ডলের চামড়া চেটে–চেটে খাবে। এর ফলে তাদের জিহবা বের হয়ে আসবে।” (মুমিনন ঃ ১০২–১০৪)

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَـهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَـا وَمَنْ جَـاءَ بِالسَّيِّئَـةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَـا وَهُـمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

(الأنعام : ١٦٠).

“বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য দশগুন বেশী পুরষ্কার রয়েছে। আর যে ব্যক্তি পাপ কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, তাকে তার পাপের সমপরিমাণ প্রতিফল দেয়া হবে। কারো প্রতি কোন জুলুম করা হবেনা।”

(আন আম ঃ ১৬০)

শাফাআত

আমরা বিশ্বাস করি যে, রসূলে কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর জন্য “শাফাআতে ওয্‌মা” (বা মহান শাফাআত) বিশেষভাবে নির্দিষ্ট রয়েছে। বান্দাহদের মধ্যে বিচার ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁরই অনুমতিক্রমে এ শাফাআত এমন এক সময়ে করবেন যখন মানুষ হাশরের মাঠে সীমাহীন দুশ্চিন্তা আর সংকটের মধ্যে পড়ে যাবে। লোকেরা

প্রথমত হযরত আদম [আলাইহিস সালাম] এর নিকট যাবে। তারপর নূহ [আলাইহিস সালাম] তারপর ইবরাহীম, মূসা, ঈসা [আলাইহিমুস্ সালাম] এবং সর্বশেষ রসূলে কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর কাছে যাবে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, মুমিনদের মধ্যে যারা জাহান্নামে যাবে তাদেরকে সেখান থেকে বেরা করার ব্যাপারে শাফাআতের সুযোগ রয়েছে। এ শাফাআত রসূলে কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সহ অন্যান্য নবী, নেককার বান্দাহ এবং ফিরিস্তাদের জন্য নির্দিষ্ট।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় রহমত ও ফজলে শাফাআত ছাড়াই জাহান্নামীদের মধ্য হতে একদল লোককে বের করে আনবেন।

হাওযে রসূল

আমরা বিশ্বাস করি যে, রসূলে কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর জন্য এমন একটি হাওয নির্দিষ্ট রয়েছে যার পানি দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং মেশ্কের চেয়ে সুঘ্রাণ বিশিষ্ট। এর দৈর্ঘ্য একমাসের পথ এবং প্রস্থও একমাসের পথ। এর পাত্রগুলো সৌন্দর্যের দিক থেকে যেন আকাশের নক্ষত্র। নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর উম্মতের মধ্যে মুমিনগণ এই হাওয থেকে পানি তুলবে। যে ব্যক্তি এ হাওয থেকে পানি পান করবে তার কখনো পিপাসা লাগবে না।

পুল সিরাত

আমরা বিশ্বাস করি যে, জাহান্নামের উপর পুল সিরাত স্থাপিত রয়েছে। মানুষ তাদের আমল অর্থাৎ কার্য-কলাপের ভিত্তিতে এ পুল সিরাত অতিক্রম করবে। প্রথম ব্যক্তি বিদ্যুতের গতিতে এটি

অতিক্রম করবে। এর পরের ব্যক্তি অতিক্রম করবে বাতাসের গতিতে। তার পরের ব্যক্তি পাখির গতিতে। পুল সিরাত পার হওয়া শুরু হলে রসূলে কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সেখানে দাড়িয়ে বলতে থাকবেন, হে আমার রব [বিপদ থেকে] রক্ষা করো, রক্ষা করো। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন হবে যে, বান্দাহদের নেক আমল এতই কম হবে যে তারা এ পুল সিরাত পার হতে অক্ষম হয়ে পড়বে। তখন কেউ কেউ হামাগুড়ি দিয়ে পার হতে থাকবে। এমতাবস্থায় পুল সিরাতে কাটা বা হুলযুক্ত লোহার শলাকা লটকানো থাকবে। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মোতাবেক হুলযুক্ত শলাকার আঘাত খেয়ে যে ব্যক্তি পার হতে পারবে সে নাজাত পাবে আর যে ব্যক্তি শলাকায় আটকে যাবে সে জাহান্নামে যাবে।

কেয়ামতের দিন এবং সে দিনের ভয়ঙ্কর অবস্থা সংক্রান্ত যাবতীয় খবর যা কুরআন ও সুন্নায় এসেছে সবই আমরা বিশ্বাস করি। আল্লাহ সে কঠিন সময় আমাদের সাহায্য করুন।

বিশেষ শাফাআত

আমরা বিশ্বাস করি যে, জান্নাতের অধিকারী ব্যক্তিগণ জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য রসূলে কারীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর কাছে বিশেষ সুপারিশ [খাস শাফাআত] করবেন। এ শাফাআত তাঁর জন্যই খাস।

জান্নাত ও জাহান্নাম

আমরা জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করি। জান্নাত পরম সুখ ও শান্তির স্থান। আল্লাহ তাআলা মুত্তাকী মুমিনদের জন্য জান্নাত তৈরী করেছেন। জান্নাতে এমন সুখ–শান্তির উপকরণ

রয়েছে যা কোন চোখ দেখেনি। কোন কান যা শুনেনি। কোন অন্তর যা কখনো কল্পনা করেনি।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ . (السجدة : ١٧)

তাদের কর্মের প্রতিফল হিসেবে চক্ষু শীতলকারী যে সুখ-সামগ্রী তাদের জন্য গোপন রাখা হয়েছে কোন প্রাণীই তা জানে না। (সাজদাহ ঃ ১৭)

জাহান্নাম হচ্ছে শাস্তির স্থান। জালিম, কাফেরদের জন্য আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম তৈরী করেছেন। এতে এমন দুঃখ-কষ্ট এবং শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে যা কোন হৃদয় কল্পনা করতে পারে না।

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا . (الكهف : ٢٩).

আমি জালিমদের জন্য আগুনের [জাহান্নামের] ব্যবস্থা করে রেখেছি। এ আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে রাখবে। সেখানে তারা পানি চাইলে এমন পানি সরবরাহ করা হবে যা গলিত পদার্থের মত হবে। এর ফলে তাদের মুখমন্ডল বিদগ্ধ হয়ে যাবে। এটা কতইনা নিকৃষ্ট পানীয়। কতইনা খারাপ আশ্রয় স্থল। (কাহাফ ঃ ২৯)

জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব বর্তমান রয়েছে। অনন্তকাল ধরে থাকবে। কোন দিন তা ধ্বংস হবে না।

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا . (الطلاق : ١١)،

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন জান্নাতে দাখিল করবেন যার তলদেশ হতে ঝর্ণাধারা সদা প্রবাহমান থাকবে। এসব লোকেরা সেখানে অনন্তকাল বসবাস করবে। নেক্‌কার লোকদের জন্য আল্লাহ সেখানে উত্তম রিযিকের ব্যবস্থা রেখেছেন। (তালাক ঃ ১১)

إِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكَافِرِيْنَ وَأَعَدَّلَهُمْ سَعِيْرًا خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِىْ النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّٰه وَأَطَعْنَا الرَّسُوْلَا .

(الأحزاب : ٦٤-٦٦).

আল্লাহ কাফেরদের উপর লানত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন তৈরী করে রেখেছেন। তারা সেখানে অনন্তকাল ধরে থাকবে। সেখানে কোন সাহায্যকারী বন্ধু তারা পাবে না। যেদিন তাদের চেহারা আগুনের উপর উলট–পালট করা হবে সেদিন তারা বলবেঃ হায়! আমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতাম। (আহযাব ঃ ৬৪–৬৬)

কুরআন ও হাদীস যাদের জান্নাতের যাবার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট করে ও মানগত দিক উল্লেখ করে। ঘোষণা দিয়েছে, আমরা তা বিশ্বাস করি এবং স্বীকার করি। নির্দিষ্ট করে জান্নাতে যাবার ব্যাপারে যাদের ঘোষণা দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী [রাদিয়াল্লাহু আনহুম] এর মত ব্যক্তিবর্গ। রসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এদের নাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর মানগত ও গুণগত দিক বিচার করে যাদের ব্যাপারে জান্নাতে যাবার ঘোষণা রয়েছে তারা হলেন প্রত্যেক মুমিন ও মুত্তাকী লোক।

জাহান্নামে যাবার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস যাদের নাম নির্দিষ্ট করে ও মানগত দিক বর্ণনা করে ঘোষণা দিয়েছে আমরা তাও বিশ্বাস করি। নির্দিষ্ট করে জাহান্নামের যাবার ঘোষণা রয়েছে আবু লাহাব, আমর বিন লোহায়ী আল খুযায়ী সহ আরো কতিপয় ব্যক্তি সম্পর্কে। আর গুণগত ও মানগত দিক দিয়ে জাহান্নামে যাবার ঘোষণার মধ্যে রয়েছে প্রত্যেক বড় ধরনের শিরককারী মুশরিক এবং মুনাফিক।

কবরে মৃত ব্যক্তির পরীক্ষা

আমরা বিশ্বাস করি, কবরে মৃত ব্যক্তির পরীক্ষা হবে। সে পরীক্ষাটা হচ্ছে, কবরে মৃত ব্যক্তিকে ফিরিস্তারা তাঁর রব, দ্বীন এবং নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তখন

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (إبراهيم : آية ٢٧) .

"শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসীগণকে আল্লাহ ইহকালে এবং পরকালে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।" (ইবরাহীম ঃ ২৭)

এসব প্রশ্নের জবাবে মুমিন ব্যক্তি বলবে, 'আল্লাহ আমার রব' 'ইসলাম আমার দ্বীন' 'মুহাম্মাদ আমার নবী'।

পক্ষান্তরে কাফের এবং মুনাফিক ব্যক্তি বলবে, আমি কিছুই জানি না। দুনিয়ার লোকদেরকে যা বলতে শুনেছি আমিও তাই বলেছি।

কবরের শান্তি

কবরে মুমিনদের জন্য সুখ–শান্তি আছে একথা আমরা বিশ্বাস করি।

اَلَّذِيْنَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلاَمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ. (النحل : ٣٢)

"পবিত্র থাকা অবস্থায় ফিরিস্তারা যাদের রূহ কব্‌য্ করে, তাদেরকে তারা বলে, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা তোমাদের আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।" (নাহল ঃ ৩২)

কবরের আযাব

আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে, জালিম, কাফেরদের জন্য কবরে আযাবের ব্যবস্থা রয়েছে।

وَلَوْ تَرٰى إِذِ الظَّالِمُوْنَ فِيْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوْا أَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ

الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُوْنَ . (الأنعام : ٩٣).

"হায় তুমি যদি জালিমদেরকে সে অবস্থায় দেখতে পেতে যখন তারা মৃত্যুর যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। ফিরিস্তারা তখন হাত বাড়িয়ে বলতে থাকে, দাও, বের করে দাও তোমাদের প্রাণ। আজ তোমাদের সেসব অপরাধের শাস্তি হিসাবে লাঞ্ছনার আযাব দেয়া হবে যে অপরাধ আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ও অন্যায় বলার মাধ্যমে এবং তাঁর আয়াতসমূহের মোকাবেলায় অহংকার ও বিদ্রোহের মাধ্যমে তোমরা করেছো।" (আন আম ঃ ৯৩) এ প্রসংগে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কুরআন ও সুন্নায় যেসব গায়েবী খবর ও তথ্য এসেছে সেগুলো বিশ্বাস করা প্রতিটি মুমিন ব্যক্তির উচিৎ। দুনিয়ার চোখে দেখা কোন জিনিসের উপর আন্দাজ অনুমান করে এসব বিষয়ের বিরোধিতা করা ঠিক নয়। কেন না নশ্বর দুনিয়া ও অবিনশ্বর আখিরাত, এ দু' টি জগতের মধ্যে রয়েছে বিরাট ব্যবধান। একমাত্র আল্লাহই হচ্ছেন সাহায্যের আঁধার।

অধ্যায়

তাকদীরের প্রতি ঈমান

আমরা "তাকদীর" এবং তাকদীরের ভাল-মন্দ বিশ্বাস করি। তাকদীর হচ্ছে, সবজান্তা হিসেবে আল্লাহ তাআলার পূর্ব জ্ঞান ও হিকমতের দাবী অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের ভাগ্য লিপি।

তাকদীরের স্তর

প্রথম স্তর : হচ্ছে জ্ঞান বা ইলম

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন সর্বজ্ঞানী ও সর্বজান্তা। কি ছিল, কি হবে, কিভাবে হবে এসব তিনি তাঁর 'ইলমে আযালী ও আবাদী' অর্থাৎ স্থায়ী এবং চিরন্তন অপরিসীম জ্ঞান শক্তির মাধ্যমে জেনে নিয়েছেন। তাই অজানার পর নতুন করে জানা এবং জানার পর ভুলে যাওয়ার ব্যাপরটি আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে : বিধিলিপি

আমরা বিশ্বাস করি যে, কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে তার সব কিছুই আল্লাহ তাআলা লৌহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتَابٍ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ (الحج : ٧٠)

"তুমি কি জান না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তার সব কথাই আল্লাহ তাআলা জানেন। সব কিছুই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহর পক্ষে এসব কাজ খুবই সহজ।"

(হজ্জ ঃ ৭০)

তৃতীয় স্তর ঃ ইচ্ছা

আমরা বিশ্বাস করি যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুই হয় না। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। যা ইচ্ছা করেন না তা হয় না।

চতুর্থ স্তর হচ্ছে ঃ সৃষ্টি

আমরা বিশ্বাস করি যে,

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ (الزمر : ٦٢-٦٣)

"আল্লাহ তাআলা সব কিছুরই সৃষ্টি কর্তা। তিনি সব কিছুরই অভিভাবক। আসমান ও যমীনের ধন-ভান্ডারের চাবি তারই কাছে সংরক্ষিত"। (যুমার ঃ ৬২-৬৩) আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এবং তাঁর বান্দাহর পক্ষ থেকে যা কিছু সংঘটিত হবে, তা চাই কথা হোক, কাজ হোক অথবা অমান্য করাই হোক না কেন - এর সব কিছুই উক্ত চারটি স্তরের অন্তর্ভূক্ত। এর সবই তাঁর জানা এবং তাঁর কাছে লিখা রয়েছে। এর সবকিছুই তাঁর ইচ্ছা ও সৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত।

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيْمَ وَمَا تَشَاءُوْنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ . (التكوير : ٢٨-٢٩)،

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সোজা–সরল পথে চলতে চায় [তার জন্য এ কিতাব উপদেশ স্বরূপ]। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা না চান ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না"। (তাকবীর ঃ ২৮–২৯)

وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَايَفْتَرُوْنَ (الأنعام :١٣٧)

অর্থ "আল্লাহ চাইলে তারা এ রকম করতো না। কাজেই তাদেরকে ছেড়ে দাও। নিজেদের মিথ্যা রচনায় তারা নিমগ্ন থাকুক"। (আন আম ঃ ১৩৭)

وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ (البقرة : ٢٥٣) ،

অর্থাৎ "আল্লাহ চাইলে তারা কখনো লড়াই করতো না। কিন্তু আল্লাহ যা চান তাই করেন"। (বাকারাহ ঃ ২৫৩)

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ . (الصافات : ٩٦).

"আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা করো তাও সৃষ্টি করেছেন"। (সাফফাত ঃ ৯৬)

এরপরও আমরা বিশ্বাস করি, যে কোন কাজ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহকে এখতিয়ার এবং

কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন। বান্দাহর এখতিয়ার এবং ক্ষমতায় কোন কিছু সংঘটিত হবার বেশ কিছু প্রমাণ রয়েছে ঃ

১। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন ঃ

فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ. (البقرة : ٢٢٣)،

"তোমাদের ইচ্ছা মাফিক তোমাদের ক্ষেত্র [স্ত্রীদের কাছে] গমন করো"। (বাকারাহ ঃ ২২৩)

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً (التوبة : ٤٦).

"তারা যদি বের হওয়ার ইচ্ছা সত্যিই পোষণ করতো, তাহলে তারা অবশ্যই সে জন্য কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করতো"।

(তওবা ঃ ৪৬)

উক্ত আয়াত দু'টিতে বান্দাহর ইচ্ছা পোষণ করা এবং ইচ্ছানুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করার ব্যাপারটি প্রমাণিত হয়েছে।

২। যদি বান্দাহর কাজ করার কোন এখতিয়ার ও ক্ষমতাই না থাকে তাহলে বিধি-নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে যে নির্দেশ ও উপদেশ বান্দাহকে দেয়া হয়েছে তার অর্থ দাঁড়ায়, বান্দাহকে এমন কাজের প্রতি নির্দেশ দেয়া যা করার কোন ক্ষমতাই তার নেই। অথচ এমনটি হওয়া সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর করুণা, হিকমত ও কৌশলের পরিপন্থী। সাথে সাথে আল্লাহর এ ঘোষণার সম্পূর্ণ বিপরীত ঃ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. (البقرة : ٢٨٦)

"আল্লাহ কারোর উপরই তার শক্তি–সামর্থের অধিক বোঝা চাপিয়ে দেন না"। (বাকারা ঃ ২৮৬)

৩। মুহসিন ব্যক্তির ইহসানের প্রশংসা এবং খারাপ ব্যক্তির খারাপ কাজের নিন্দা করা আর উভয়কেই তার কৃতকর্মের প্রাপ্য পুরষ্কার বা শাস্তি প্রদানের বিষয়টিও এ ক্ষেত্রে একটি দলীল।

যদি বান্দাহর কর্ম, তার ইচ্ছা ও এখতিয়ার অনুযায়ী কোন কাজ সংঘটিত নাই হতো তাহলে মুহসিন ব্যক্তির ইহসানের প্রশংসা করার কোন অর্থই হয় না। আর অন্যায়কারীর অন্যায়ের জন্য শাস্তি প্রদান যুল্‌ম ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ আল্লাহ তাআলা কোন অর্থহীন কাজ করা এবং যুল্‌ম করা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

৪। আল্লাহ তাআলা রসূলগণকে পাঠিয়েছেন

"مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ"
بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا (النساء : ١٦٥).

"সু–সংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে। যেন তাঁদেরকে পাঠাবার পর আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে লোকদের কোন যুক্তি না থাকে। আল্লাহ তো সর্বাবস্থায় মহা পরাক্রমশালী এবং কৌশলী"।
(নিসা ঃ ১৬৫)

কাজ সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে যদি বান্দাহর ইচ্ছা ও শক্তি কাজে লাগানোর কোন এখতিতয়ারই না থাকে তাহলে রসূল পাঠানোর মাধ্যমে আল্লাহর বিরুদ্ধে বান্দাহর হুজ্জত [যুক্তি] বাতিল বলে গণ্য হতো না।

৫। কার্য সম্পাদনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই কাজ করার সয় কোন রকম জবর–দস্তির অনুভূতি ও ধারণা পোষণ করা ছাড়াই কাজ করে। সে দাড়ায়, বসে, প্রবেশ করে, বের হয়, সফর করে আবার মুকীম হয় সম্পূর্ণ তার নিজ ইচ্ছানুযায়ী। সে একথা মনে করে না যে, কেউ তাকে এসব করার জন্য বাধ্য করছে কিংবা জবর–দস্তি করছে।

বরং বান্দাহ নিজেই স্বতঃস্ফুর্ত কাজ আর জবর–দস্তিমূলক কাজের মধ্যে বাস্তব পার্থক্য বের করে। এমনি ভাবে শরীয়ত ও এ দু'ধরেনর কাজের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে। ফলে জবর–দস্তির শিকার হয়ে যদি বান্দাহ আল্লাহর হকের ব্যাপারে কোন কাজ করে ফেলে তাহলে এর জন্য কোন শাস্তি হবে না।

আমরা মনে করি পাপী ব্যক্তির জন্য তার পাপ কাজের পক্ষে "তাকদীর" বা ভাগ্য লিপি দ্বারা যুক্তি পেশ করার কোন সুযোগ নেই। কারণ পাপী তার নিজ এখতিয়ার ও শক্তির বলে পাপ কাজ করে অথচ সে জানে না যে পাপ কর্মটি তার "তাকদীরে" আল্লাহ তাআলা লিখেছেন কি না। যে কোন কাজ নিজ এখতিয়ার ও ক্ষমতা বলে সমাপ্ত করার পূর্ব পর্যন্ত কেউ জানতে পারে না যে সংশ্লিষ্ট কাজটি আল্লাহ তাআলা তার "তাকদীরে" লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন কি না।

وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا (لقمان : ٣٤).

"কেউ জানে না আগামী কাল সে কি কামাই করবে। (লোকমান ঃ ৩৪) তাহলে কোন কাজ করা বা না করার ক্ষেত্রে অপারগতা অথবা অক্ষমতার যুক্তি [অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে

করতাম, না চাইলে করতামনা] দেখানো কিভাবে সঠিক হতে পারে? তাই আল্লাহ তাআলা এ ধরনের যুক্তি দেখানোর বিষয়টি বাতিল ঘোষণা করেছেন ঃ

سَيَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُوْنَ. (الأنعام : ١٤٨).

"মুশরিক লোকেরা অচিরেই একথা বলবে, যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে আমরা শিরক করতাম না। আমাদের বাপ দাদারাও শিরক করতো না। আর আমরা কোন জিনিসকে হারাম করতাম না। বস্তুতঃ এধরণের কথা বলে তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। শেষ পর্যন্ত আমার আযাবের স্বাদ তারা গ্রহণ করেছিলো। এদেরকে বলো, তোমাদের কাছে এমন কোন জ্ঞান আছে কি যা আমাদের সামনে পেশ করার মতো? তোমরা তো কেবল ধারণা আর অনুমানের উপর চলো। আর ভিত্তিহীন ধারণার জন্য দিয়ে চলছো। (আন আম ঃ ১৪৮)

যে পাপী ব্যক্তি তাকদীরের দোহাই দেয় তাকে আমরা বলতে চাই, আনুগত্য বা নেক কাজ করাকে তুমি তোমার তাকদীরের লিখন বলছো না কেন। আল্লাহ তাআলা তো নেক কাজই তোমার

তাকদীরে লিখে রেখেছেন। তোমার দ্বারা কোন কাজ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে পাপ–পূণ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ তাকদীরের লিখন তো তোমার অজানা। অর্থাৎ পাপ করে তুমি যেভাবে তাকদীরের লিখন বলে চালিয়ে দিছো, পূণ্য কাজ করেও তাকদীরের লিখন বলে চালিয়ে দিতে পারো। এ জন্যই সাহাবায়ে কিরামকে যখন নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] জানিয়ে দিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই জান্নাত কিংবা জাহান্নামের স্ব–স্ব স্থান লিপিবদ্ধ রয়েছে তখন তাঁরা বললেন, আমরা কি তাহলে তাকদীরের উপর ভরসা করে আমল বাদ দিয়ে দিবো? তিনি উত্তরে বললেন, বরং তোমরা আমল করতে থাকো। যার জন্য যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সে কাজ সহজ।

তাকদীরের দোহাই দিয়ে যে ব্যক্তি পাপ কাজ করে তাকে আমরা বলতে চাই, তুমি যদি মক্কা শরীফ সফর করতে চাও, আর সেখানে যাওয়ার জন্য যদি দু'টি পথ থাকে, আর একজন সত্যবাদী সংবাদ দাতা তোমাকে জানালো যে, মক্কার একটি পথ খুবই বিপদজনক ও দুর্গম, আর একটি পথ সোজা এবং নিরাপদ, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই দ্বিতীয় পথটি অবলম্বর করবে। প্রথম পথটি অবলম্বন করা তোমার জন্য আদৌ ঠিক নয়। কিন্তু প্রথম পথটি অবলম্বর করে যদি তুমি এ কথা বলো, আমার তাকদীরে এটাই লিখা ছিল। তাহলে অবশ্যই লোকেরা তোমাকে পাগল বলে গণ্য করবে।

তাকে আরো বলতে চাই, তোমার কাছে যদি এমন দু'টি চাকুরীর প্রস্তাব পেশ করা হয় যার একটি হচ্ছে অধিক বেতনের [অপরটি স্বল্প বেতনের] তাহলে তুমি বেশী বেতনের চাকুরিটাই গ্রহণ করবে। তাহলে আখেরাতের আমলের ক্ষেত্রে তুমি কিভাবে

নিম্ন মানের কাজ করাকে বেছে নিবে? তারপর বলবে এটাই তাকদীরের লিখন?

তাকে আরো বলতে চাই, "আমরা দেখতে পাই তোমার যখন কোন শারীরিক রোগ দেখা দেয়, তখন চিকিৎসার জন্য তুমি সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ডাক্তারের দরজায় ধর্না দাও। তারপর অপারেশনের যত ব্যথা তা সহ্য করো। ঔষধ খাওয়ার যাবতীয় ঝামেলাকে বরদাস্ত করো। তাহলে অসংখ্য গুণাহর দ্বারা তোমার অন্তরে যে রোগের উৎপত্তি হয়েছে তা থেকে মুক্তি লাভের জন্য কেন তুমি সে রকমটি করো না।

আমরা বিশ্বাস করি যে, বান্দাহদের প্রতি আল্লাহর অপরিসীম রহমত ও পূর্ণ হিকমতের কারণে কোন খারাপ কাজকেই আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত করা যায় না। রসূলে করীম ইরশাদ করেছেনঃ

"والشر ليس إليك" (رواه مسلم)

"খারাপ তোমার দিকে বর্তাবে না"

আল্লাহর ফায়সালা নিজে কখনো খারাপ হতে পারে না। কেন না ফায়সালাটির পিছনে কোন না কোন কল্যাণ ও হিকমত নিহিত আছে। অনিষ্ঠতা বা ক্রুটি মূলতঃ আল্লাহর ফায়সালার নয় বরং ফায়সালাকৃত জিনিস বা বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত। এর প্রমাণ হচ্ছে রসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর বাণী ঃ

"হে আল্লাহ তোমার ফায়সালাকৃত জিনিসের অনিষ্টতা হতে আমাকে বাঁচাও। (আবু দাউদ)। এ বাক্যটি রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হযরত হাসান [রাদিয়াল্লাহু আনহু] কে দুআয়ে কুনুতের অংশ হিসেবে শিখিয়েছেন।

এখানে রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] অনিষ্ট কথাটি আল্লাহ তাআলার ফায়সালাকৃত জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। তাই অনিষ্টতা বা দোষ মূলতঃ ফায়সালাকৃত বিষয়ের। তবে নিছক অনিষ্টতাই এর মূল কথা নয়। এক দিক থেকে খারাপ হলেও আবার অপর দিক থেকে এর মধ্যে কোন না কোন কল্যাণ নিহিত আছে।

দুনিয়ার বিপর্যয় যেমন ঃ দুর্ভিক্ষ, রোগ–ব্যাধি, অভাব–অনটন, ভয়–ভীতি ও আতংক ইত্যাদি খারাপ বটে কিন্তু অন্য দিক থেকে বিচার করলে এগুলোর মধ্যেও কল্যাণ খুঁজে পাওয়া যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন ঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِيْ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (الروم : ٤١).

লোকদের নিজেদের কতৃকর্মের দরুন স্থলে ও জলে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। যেন তাদেরকে নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ ভোগ করাতে পারেন। এরফলে হয়তো তারা [আল্লাহর পথে] ফিরে আসবে। (রুম ঃ ৪১)।

চোরের হাত কাটা, ব্যাভিচারীকে রজম অর্থাৎ পাথর মেরে মৃত্যু দন্ড দেয়া, চোর এবং ব্যাভিচারীর নিজের জন্য অনিষ্টকর হতে পারে। কেন না চোর তার হাত হারাচ্ছে আর ব্যাভিচারী তার

জীবন হারাচ্ছে। কিন্তু অন্য দৃষ্টিকোন থেকে চিন্তা করলে দেখা যাবে এর মধ্যে ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর তা হচ্ছে, তাদের উভয়ের পাপের কাফফারা হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তি একত্রিত করা হবে না। অন্য দৃষ্টি কণো থেকে এর আরো একটি কল্যাণময় দিক রয়েছে। তা হচ্ছে, এ বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের ধন–সম্পদ, মান–ইজ্জত, এবং বংশ রক্ষা করা সভব হচ্ছে।

অধ্যায়

আক্বীদার শিক্ষা

উপরোক্ত মৌলিক নীতি বিশিষ্ট পবিত্র আক্বীদা পোষণ করার অনেক সুমহান শিক্ষা ও ফলাফল রয়েছে।

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ফল

আল্লাহ তাআলার প্রতি এবং তাঁর পবিত্র নাম ও সিফাতের প্রতি ঈমান পোষণ করার ফল হচ্ছে এই যে, এর দ্বারা আল্লাহর প্রতি বান্দাহর যথার্থ ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়। এর বদৌলতেই বান্দাহ আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনে মনোনিবেশ করে। তাঁরই নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকে।

আল্লাহ তাআলার বিধি-নিষেধের প্রতি বান্দাহর এ আনুগত্য ব্যক্তি ও সমাজের জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতের পরম শান্তি এনে দেয়।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. (النحل : ٩٧).

"যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক যদি সে মুমিন হয়, তাকে দুনিয়াতে পবিত্র জীবন দান করবো আর পরকালে এ ধরনের লোকদেরকে তাদের উত্তম আমল অনুযায়ী পুরষ্কার দান করবো"। (নাহল ঃ ৯৭)

ফিরিস্তাদের প্রতি ঈমান আনার ফলাফল

ফিরিস্তাদের উপর ঈমান আনার একাধিক উপকারীতা আছে। যেমন ঃ

প্রথম ঃ ফিরিস্তাদের স্বীয় মহান স্রষ্টা অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার মহানুভবতা, মহত্ব, শক্তি ও ক্ষতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

দ্বিতীয়ঃ বান্দাহর হেফাজত বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া জ্ঞাপন। কেন না তিনি এসব ফিরিস্তাদের মধ্য থেকে কাউকে বান্দাহদের হেফাজতের জন্য কাউকে তাদের আমল নামা লেখা ও অন্যান্য স্বার্থ রক্ষার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন।

তৃতীয় ঃ পূর্ণাঙ্গ রূপে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জন্য এবং মুমিনদের জন্য তারা আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনার জন্য তাদের প্রতি মুহাব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টি করে।

আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমানের ফলাফল

আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনারও বেশ উপকারীতা আছে।

প্রথম ঃ সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তাআলার অপরিসীম রহমত ও দয়া সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। কেন না তিনি দুনিয়ার প্রতিটি জাতির হিদায়াতের জন্যই আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন।

দ্বিতীয়ঃ আল্লাহর হিকমতের বহিঃ প্রকাশ। কেন না আল্লাহ তাআলা এসব আসমানী কিতাবের মাধ্যমে প্রতিটি জাতির উপযোগী ও প্রয়োজনীয় বিধান পাঠিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে সর্বশেষ কিতাব হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কুরআন। কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাব স্থান-কাল-পাত্র ভেদে গোটা সৃষ্টি জগতের হিদায়াতের জন্য উপযোগী এবং কার্যকর।

তৃতীয়ঃ উপরোক্ত মেহেরবানীর জন্য আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া জ্ঞাপন ইত্যাদি।

নবী—রসূলগণের প্রতি ঈমানের ফলাফল

নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান পোষণ করার মধ্যেও অনেক কল্যাণ আছে।

একঃ আল্লাহ তাআলার অপরিসীম রহমত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এবং সৃষ্টি জগতের হিদায়াতের উদ্দেশ্যে নবী-রসূল পাঠানোর মাধ্যমে সৃষ্টির প্রতি যে করুণা করেছেন তা জানা।

দুইঃ আলাহ তাআলার উপরোক্ত মহান করুণা ও নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন।

তিনঃ নবী-রসূলগণের প্রতি মহাব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টি, তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাঁদের যথাযোগ্য প্রশংসা জ্ঞাপন করা। কেন না তাঁরা হচ্ছেন আল্লাহর প্রেরিত রসূল, এবং তাঁরই একনিষ্ঠ বান্দাহ। তাঁরা আল্লাহ তাআলার রিসালত এবং উপদেশ মানুষের কাছে পৌছিয়েছেন। মানুষের পক্ষ থেকে সব যুলুম নিপীড়ন ও নির্যাতন তাঁরা সহ্য করেছেন।

আখেরাতের প্রতি ঈমানের ফলাফল

আখিরাতের উপর ঈমান পোষণ করার মাঝেও মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছেঃ

একঃ আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা, শেষ দিবসে সওয়াব ও পুরষ্কার লাভের ক্ষেত্রে এবং পরকালের আযাবের ভয়ে পাপ ও অন্যায় থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা লাভ।

দইঃ পরকালের পরম শান্তি ও সওয়াবের প্রত্যাশায় দুনিয়ার

সুখ-স্বাচ্ছন্দ এবং উপভোগ্য বিলাস সামগ্রীর বঞ্চনায় মুমিন ব্যক্তির শান্তনা লাভ।

তকদীরের প্রতি ঈমানের ফলাফল

তকদীরের উপর ঈমান পোষন করার মধ্যেও নিহিত আছে অনেক.কল্যাণ।

একঃ কোন কাজের আনুসাঙ্গিক বিষয়াদি সম্পন্ন করার সময় আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করা।

কেন না কাজ এবং আনুসাঙ্গিক বিষয়াদি সবই আল্লাহর ফয়সালা ও তকদীরের লিখন।

দুইঃ মনের সুখ ও অন্তরের প্রশান্তি লাভ। কেন না নিজ দায়িত্ব হিসেবে আনুসাঙ্গিক বিষয়াদি সম্পন্ন করার পর অন্তর যখন একথা জানতে পারবে যে, সবই আল্লাহর ফয়সালা তাই অনাকাংখিত যা ঘটার তা ঘটবেই তখন মন নিশ্চিন্ত থাকবে। অন্তর লাভ করবে প্রশান্তি। আল্লাহর ফয়সালায় থাকবে সন্তুষ্ট। এমতাবস্থায় তকদীরে বিশ্বাসী একজন লোকের চেয়ে অন্য কেউ এতটুকু সুন্দর জীবন, শক্তিশালী মন ও প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী হতে পারে না।

তিনঃ উদ্দেশ্য হাসিল হলে আত্মগর্ব ও অহংকার পরিত্যাগ করা। কেন না উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া আল্লাহর ই নেয়ামত এবং কল্যাণ ও নাযাত লাভের কারণ। তাই নেক বান্দাহ আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে আত্মগর্ব ও অহংকার পরিত্যাগ করে।

চারঃ উদ্দেশ্য হাসিল না হলে কিংবা অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে গেলে অন্তরের অশান্তি ও অস্থিরতা দূর করা। কেন না বান্দাহর ভাগ্যে যা ঘটে তা আল্লাহ তাআলারই ফয়সালা। যিনি যমীন ও

আসমানের সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তাঁর যা ফয়সালা তা হবেই। এতে একমাত্র নেক্কার লোকেরাই ধৈর্য ধারন করে এবং পরকালে এর পুরষকার কামনা করে। এ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِيْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا آتَاكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ . (الحديد : ٢٢-٢٣).

"পৃথিবীতে কিংবা তোমাদের উপর আপতিত প্রত্যেকটি বিপদই সৃষ্টি করার পূর্বে তা একটি কিতাব বা ভাগ্য লিপিতে লিখে রেখেছি। এরূপ করা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ ব্যাপার। এটা এ জন্য যে তোমরা কোন কিছু থেকে বঞ্চিত হলে, তার জন্য কোন দুঃখ করবে না। আর কিছু পেয়ে গেলে তার জন্য আত্মগর্ব করবে না। আল্লাহ তাআলা কোন গর্বকারী ও অহংকারীকে পসন্দ করেন না"। (হাদীদ ঃ ২২-২৩)

আল্লাহ তাআলার নিকট এ কামনাই করি, তিনি যেন আমাদেরকে এ পবিত্র আক্বীদার উপর দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতা দান করেন, আমাদেরকে এর সুফল দান করেন, আমাদের জন্য তাঁর করুণা বৃদ্ধি করেন, হিদায়াত লাভের পর অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি না করেন, আমাদের উপর তাঁর অপরিসীম রহমত বর্ষন করেন। বস্তুতঃ তিনিই হচ্ছেন মহা অনুগ্রহ দানকারী।

ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন

عقيدة
اهل السنة و الجماعة

تأليف

الشيخ محمد الصالح العثيمين

ترجمه باللغة البنغالية : أبو الخير محمد عبد الرشيد
متخرج من الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

طبع على نفقة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض
تحت اشراف دارالعربية للدعوة الاسلامية فى بنغلاديش

يوزع مجانا و لايباع

عقيدة أهل السنة والجماعة

محمد الصالح العثيمين